ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 October, 2023 ■ আগরতলা ৫ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ১৭ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২০৩০ সালের মধ্যে

৫০০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণ যোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রাজ্যে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেডা রাজ্যে ৫০০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার। আজ হোটেল পোলো টাওয়ারে 'ত্রিপুরার শক্তি পরিবর্তন' শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির চাহিদাও দিন দিন বেড়ে চলছে। বর্তমানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শক্তি অপরিহার্য। ফলে শক্তির ব্যাপকতা বর্তমানে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

বিদ্যুৎ দপ্তর ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের দেশের শক্তি উৎপাদনের কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণের জন্য রাজ্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকে উন্নত করার লক্ষ্যে এই কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তাঁর কথায়, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি আগামী প্রজন্মের জন্য নির্মল পরিবেশ তৈরিতে এবং সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পরিবেশকে নির্মল রেখে আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে আমাদের দেশ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। দেশ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রচার ও প্রসারের জন্য গুরুত্ব দিয়েছে। এলক্ষ্যে ৫০০ গিগাওয়াটের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে অ-জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে ৫০ শতাংশ পুনর্নবীকরণ শক্তি বৃদ্ধি করার অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয় তুলে ধরে বলেন, রাজ্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিকেন্দ্র স্থাপনে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। টেডা রাজ্যে ২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ত্রিপুরা পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড রুখিয়া এবং বড়মুড়ায় ৬৩ এবং ৪২ মেগাওয়াট ওসিজিটি প্রকল্পের পরিবর্তে ১২০ এবং ৮৪ মেগাওয়াট সিসিজিটি প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ নিয়েছে। ত্রিপুরা পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজও শুরু করে দিয়েছে।

এছাড়াও আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেডা রাজ্যে ৫০০ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিকিমে বন্যায় মৃত্যু ৩ জনের নিখোঁজ ২৩ সেনা জওয়ান

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর।। উত্তর সিকিমে একটি মেঘ বিস্ফোরণের ফলে তিস্তা নদীর জলের উচ্চতা হঠাৎ বেড়ে যায় এবং আকস্মিক বন্যার সূত্রপাত ঘটে। বন্যার জলে যানবাহন ভেসে যাওয়া সহ ২৩ জনের মতো সেনা সদস্য নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। জানা যায় মঙ্গলবার রাতে সিকিমের লাচেন উপত্যকায় তিস্তা নদীতে আকস্মিক বন্যায় ৩ জন নিহত এবং ২৩ জন সেনা সদস্য নিখোঁজ হয়েছে, উত্তর সিকিমের লোনাক হ্রদের উপর আকস্মিক মেঘ বিস্ফোরণের ফলে বন্যার সৃষ্টি হয় বলে খবর, যার ফলে তিস্তার জলস্তর হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। চুংথাং বাঁধ থেকে জল ছেড়ে দেওয়া, পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে, যার ফলে জলস্তর ১৫-২০ ফুট উঁচুতে উঠে যায়। তিস্তা ব্যারেজ থেকে এপর্যন্ত তিনটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের এখনও শনাক্ত করা যায়নি। উত্তর সিকিমের লোনাক হ্রদের কিছু অংশে হ্রদ বিস্ফোরণের ফলে প্রায় ১৫ মিটার/সেকেন্ডের কাছাকাছি খুব উচ্চ বেগে জলের স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, ২২৭ মিটার পরিমাপের সি ডব্লিও সি মেলি সাইট অতিক্রম করেছে, প্রায় ৩ মিটার উপরে বিপদের স্তর, বুধবার সকাল ৬ টায়," সিকিম সরকার এক বিবৃতিতে বলেছে, সিংটামের কাছে বারডাং-এ পার্ক করা সেনাবাহিনীর গাড়িগুলো বন্যার পানিতে ভেসে গেছে। নিখোঁজদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চলছে। তবে, প্রতিরক্ষা আধিকারিকরা বলেছেন যে বিরতিহীন বৃষ্টি এবং বজ্রপাত ভেসে যাওয়া সৈন্যদের উদ্ধারের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে। ২৩ জন সেনা সদস্য নিখোঁজ এবং ৪১ টি যানবাহন এখন জলাবদ্ধতায় আটকা পড়েছে। সিকিমের লাচেন উপত্যকায় আকস্মিক বন্যার পরে ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতা চলছে, বলে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা পিআরও উইং কমান্ডার হিমাংশু তিওয়ারি। আকস্মিক বন্যা লাচেন উপত্যকা বরাবর বেশ কয়েকটি সেনা স্থাপনারও ক্ষতি করেছে। ক্ষয়ক্ষতির সম্পূর্ণ পরিমাণ নিরূপণের চেষ্টা চলছে।ব্রিজ, রাস্তা ভেসে গেছে তিস্তা নদীর উপর নির্মিত সিংথাম ফুট ব্রিজটি নদীর জল উপচে পড়ায় ভেঙে পড়েছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে ১০ -এর বেশ কয়েকটি অংশ, যা পশ্চিমবঙ্গকে সিকিমের সাথে সংযুক্ত করে, সেগুলি ভেসে গেছে। আকস্মিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ, পুর কর, উচ্ছেদ নিয়ে

৭ অক্টোবর পুর নিগম অভিযান ঃ আশীষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। বিদ্যুৎ মাসল বৃদ্ধি নিয়ে কংগ্রেসের জেলা কমিটি ও ব্লক কমিটিকে আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। পাশাপাশি বুধবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সদর জেলা কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকে প্রদেশ সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, বিদ্যুৎ মাসুম বৃদ্ধি করে রাজ্যবাসীর কাঁধে অনৈতিকভাবে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আগরতলা পুরো নিগমের সম্পদ বৃদ্ধি যা কোনমতেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। পুর নিয়ম থেকে গত দু-তিন দিন ধরে পুজোর আগে গরিব ফুটপাত ব্যবসায়ীদের উপর নির্মম ভয়াবহ অত্যাচার নামিয়ে এনেছে। দেখা যাচ্ছে খোদ মেয়র রাস্তায় নেমে ব্যবসায়ীদের দোকানপাট ভেঙ্গে দিচ্ছে। এদিন তিনি আরো বলেন ,ভান্ডার লাইসেন্স থাকলেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাতে আচমকা মুখ্যমন্ত্রী সাথে প্রদ্যুতের সাক্ষাৎ

জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। রাজনীতি নয় রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে কথা বলতেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। বললেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন। আচমকা বুধবার রাতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রদ্যুৎ মিলিত হওয়ার ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়। প্রশ্ন উঠে হঠাৎ করে রাতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে প্রদ্যুতের সাক্ষাৎ আগামী দিনে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন কোন বার্তা বয়ে আনবে কিনা। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন কাল দিল্লি যাচ্ছেন। সেখানে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা হবে। নীতি আয়োগ এর কাছেও অর্থনৈতিক বিষয়ে তুলে ধরবেন। এদিকে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন প্রদ্যুৎকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি দায়িত্ব নেবার আহ্বান জানানো বিষয়টি নিয়েও রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা চলছে। মথা কে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যাওয়ার কাতর আবেদন টিকেও ভালোভাবে দেখছে না রাজনৈতিক মহল। যদিও এই বিষয়ে প্রদ্যুতের কোন মন্তব্য নেই। অন্যদিকে রাজনৈতিক মহল মনে করছে গতকাল উপজাতিদের একটি অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ও সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার সঙ্গে একই মঞ্চে প্রদ্যুতের উপস্থিতি অন্য বার্তা দিচ্ছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সঙ্গে প্রদ্যুতের বৈঠকের পর গ্রেটার তিপ্রা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিএম ই-বাস পরিষেবা চালু হচ্ছে

আগরতলা শহরেও চলবে ই-বাস ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। খুব শীঘ্রই পিএম ই বাস পরিষেবা চালু করতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। এর জন্য সারাদেশের বিভিন্ন শহরে শহরে নামানো হবে ১০ হাজার ই-বাস। সারাদেশের অন্যান্য শহরের মতো আগরতলা শহরেও চলবে ই-বাস। আজ সচিবালয়ে বৈঠকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে একথা বলেন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন শ্রী চৌধুরী বলেন, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, দেশের ১৬৯টি শহরে ১০ হাজার বৈদ্যুতিক বাস চালানো হবে। এর পাশাপাশি দেশের ১৮১টি শহরে পরিকাঠামোর উন্নতি করা হবে। এই গোটা প্রকল্পে খরচ হবে ৫৭ হাজার ৬১৩ কোটি। এর মধ্যে ২০ হাজার কোটি টাকা দেবে কেন্দ্র। বাকি খরচ রাজ্যের।

তাঁর কথায়, পিএম ই-বাস সেবা প্রকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হল ক্রয় এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেল গ্রহণ করা। তাই পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে চালানো হবে এই ই-বাস। এই সহযোগিতামূলক পদ্ধতির লক্ষ্য হল দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। সারাদেশের অন্যান্য শহরের মতো আগরতলা শহরেও চলবে ই-বাস। আগরতলার পাশাপাশি অন্যান্য শহরেও ই-বাস চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

এদিন তিনি আরও বলেন, এই ই-বাস পরিষেবাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করার জন্য দরকার এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে আগাম প্রস্তুতির। ই-বাস চালুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাস ডিপোর পরিকাঠামোর উন্নতি করা খুবই প্রয়োজন, যাতে ই-বাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যার মুখোমুখি না হতে হয়। ই-বাস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের জিবি হাসপাতালে লিফট বিভ্রাট, আটকে পড়েন চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে সামিল হতে গিয়ে নাজেহাল পরিসিতি শিকার মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দেহরক্ষী সহ ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক, ডাঃ ভূপেশ শীল সহ একাধিক বরিষ্ঠ চিকিৎসকরা।

প্রসঙ্গত, জিবি হাসপাতালে মাঝেমধ্যেই লিফট বিকল হওয়ার সমস্যা দীর্ঘদিনের। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সমস্যা সমাধানে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না সরকার। ফলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে রোগী সহ পরিজনদের।

আজ ফের আচমকাই হাসপাতালের লিফট বিকল হয়ে যায়। কিন্তু এবার লিফটে আটকে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্য মন্ত্রী দেহরক্ষী সহ ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক, ডাঃ ভূপেশ শীল সহ একাধিক বরিষ্ঠ চিকিৎসকরা। তাঁদেরকে উদ্ধার করতে দৌড় ঝাঁপ শুরু হয়ে পড়েছিল। পর্বতী সময়ে হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী ও টেকনিশিয়ানদের প্রচেষ্টায় তাঁদেরকে বের করা হয়েছে। হাসাপাতালের জনৈক আধিকারিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩ মাস পর হত্যাকান্ডের অভিযুক্ত আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। গত ২৯ জুন প্রকাশ্য দিবালোকে গরু চোর সন্দেহে নন্দু সরকার নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব থানায় খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশী তদন্তে দীর্ঘ তিন মাস পর আজ হত্যা কান্ডের সাথে জড়িত মূল অভিযুক্ত বিপ্লব দাস ওরফে বিষ্ণুকে পুলিশ আটক করে। আজ ওই যুবককে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন পূর্ব থানার ওসি রাণা চ্যাটার্জী। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্দেশিকা কলাপাতা, চাঁদার জন্য গাড়ি ভাঙ্চুর, মারধোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। সরকারি নির্দেশ কে তুয়াক্কা জানিয়ে ফের চাঁদার জুলুম কৈলাসহরে। বুধবার কৈলাস শহরে এয়ারপোর্ট রোড সংলগ্ন এলাকায় গাড়ি থামিয়ে চালকদের কাছ থেকে চাঁদার নাম করে জুলুম চালায় পূজা উদ্যোক্তারা। গাড়ি ভাংচুর ও চালকদের গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করার অভিযোগ এনে চালকরা ওই পথ অবরোধ করে। ফলে রাস্তায় আটকে পড়ে বহু গাড়ি, দুর্ভোগ পোহাতে হয় যাত্রীদের। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও ক্ষুব্ধ গাড়িচালক ও শ্রমিকরা। তাদের অভিযোগ পুলিশ এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। তাই তারা বিষয়টি এবার মুখ্যমন্ত্রী নজরে দিতে চাইছেন। জানা গেছে আজই কৈলাসহরে প্রশাসনের উদ্যোগে ক্লাব পুজো কমিটি উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসে। যাতে পূজার দিনগুলি শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয় এবং চাঁদা নিয়ে কোনরকম জুলুমবাজি না হয় এ বিষয়েও আজকের বৈঠক মুখ্য বিষয় ছিল। কৈলাসহ র পুরো পরিষদের কনফারেন্স হলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আজকের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর মহাকুমা শাসক প্রদীপ সরকার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শিবচন্দ্র দে কলেশ্বর থানার ওসিএস সঞ্জীব লস্কর ঊনকোটি জেলা পরিষদের সহকারী সব সভাধিপতি শ্যামল দাস এবং পূজা উদ্যোক্তারা। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো এই বৈঠক চলাকালীন সময়ে কৈলাসহ এয়ারপোর্ট রোড সংলগ্ন কৈলাসহ ধর্মনগর ও কৈলাসহ কুমারঘাট সড়ক অবরোধ করেন ট্রাক চালকরা। বিষয় হচ্ছে চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজি। অথচ চাঁদার জুলুমবাজি নিয়ে আজকের এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলেও কাজে কোন ভাবেই কার্যকর হচ্ছে না তা আবারও প্রমাণিত হলো কৈলাশহরের এই ঘটনায়। শুধু কৈলাশহরি নয় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চাঁদার জুলুম নিয়ে প্রতিনিয়তই অভিযোগ উঠে আসছে। গতকাল পরিবহন মন্ত্রী পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন গাড়ি থামিয়ে চাদা তোলা যাবে না। সরকারি নির্দেশিকা মেনে ক্লাব ও পুজো কমিটিকে পুজোর আয়োজন করতে হবে। চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজি করা চলবে না। এই নির্দেশিকার কথা শোনানোর ২৪ ঘন্টার মধ্যেই কৈলা শহরে চাঁদা নিয়ে জুলুমবাজির ঘটনায় প্রশ্নচিহ্ন উঠলো।

পণ্যবাহী ট্রাক আটক করে চাঁদার জুলুম চরম আকার ধারণ করায় পথ অবরোধে বসেন পণ্যবাহী গাড়ির চালক সহ শ্রমিকরা। বুধবার কৈলাসহরের এয়ারপোর্ট রোড সংলগ্ন কৈলাসহর-ধর্মনগর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ৪ ◻ ৫ অক্টোবর ২০২৩ ইং◻ ১৭ আশ্বিন ◻ বৃহস্পতিবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

চাকুরী ক্ষেত্রে পি আর টি সি বাধ্যতামূলক

সারাদেশেই সরকারি দপ্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। এরই মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরের নিয়োগের ক্ষেত্রে বহির রাজ্যের বেকাররা ভাগ বসাইবার ফলে রাজ্যের বেকাররা রীতিমতো হতাশাগ্রস্থ। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে পিআরটিসি ছাড়া রাজ্যের সরকারি কোন দপ্তরে বহির রাজ্যের কোন বেকারকে নিয়োগ না করিবার জন্য জোরালো দাবি উঠিয়াছে। অবশেষে বেকারদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া নিয়াছে রাজ্য সরকার। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে পিআরটিসি ছাড়া রাজ্য সরকারের দপ্তরে চাকরির জন্য কেউ আবেদন করিতে পারিবে না। বিলম্বে হইলেও রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাইয়াছে রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীরা।

সারা দেশেই সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত হইতেছে। ফলে মানুষ অসহায় হইয়া পড়িতেছে। বেকারত্ব গোটা দেশকে অন্ধকারের দিকে ধাবিত করিতেছে। ভয়ংকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতে বাস্তবসম্মত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে না। গত ১০ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান কমিয়াছে, তেমনই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। সরকারি রিপোর্টেই এই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে। ২০১২-১৩ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত সময়কাল নিয়ে করা 'পাবলিক এন্টারপ্রাইজ সার্ভে' রিপোর্ট বিশ্লেষণ করিয়া সরকারি সংস্থায় কর্মসংস্থান কমিবার ভয়াবহ চিত্র উঠিয়া আসিয়াছে।এই সমীক্ষার আওতায় ছিল সিপিএসই। এর বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন এবং সাবসিডিয়ারিগুলি, যেখানে সরকারের ৫০ শতাংশের বেশি শেয়ার রহিয়ায়েছে। এই সংস্থাগুলিতে ২০১৩-র মার্চে যেখানে ১৭.৩ লাখ কর্মী ছিল, ২০২২-এর মার্চে তাহা কমিয়া হইয়ায়েছে ১৪.৬ লাখ। সমীক্ষায় ৩৮৯টি সিপিএসই-কে নেওয়া হইয়াছে, যাহার মধ্যে ২৪৮টি এখনওচালু রহিয়াছে।'সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে, মোট কর্মসংস্থান ২.৭ লক্ষের বেশি হ্রাস ছাড়াও, কর্মসংস্থানের ধরনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইয়াছে। ২০১৩-র মার্চে মোট ১.৭ লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে ১৭ শতাংশ চুক্তিতে ছিলেন এবং ২.৫ শতাংশ অস্থায়ী বা দৈনিক মজুরির হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ২০২২ সালে চুক্তি কর্মীদের অংশ বাড়িয়া ৩৬ শতাংশ হইয়াছে যেখানে অস্থায়ী ও দিনমজুর শ্রমিকদের অংশ বাড়িয়াছে ৬.৬ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে, ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত সিপিএসই-তে নিযুক্তদের মধ্যে ৪২.৫ শতাংশ চুক্তি বা নৈমিত্তিক কর্মীদের বিভাগে পড়িয়াছিল, যেখানে ২০১৩ সালের মার্চ মাসে এর হার ছিল ১৯ শতাংশ।'সংস্থা-ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে যে সাতটি সিপিএসই আছে যেখানে গত দশ বছরে মোট কর্মসংস্থান ২০ হাজারেরও বেশি কমিয়াছে। তালিকার নেতৃত্বে রহিয়াছে বিএসএনএল, যেখানে কর্মসংস্থান প্রায় ১.৮ লাখ কমিয়াছে। এর পরে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং এমটিএনএল— দুই সংস্থাতেই এই সময়ের মধ্যে ৩০ হাজারের বেশি মানুষ কাজ হারাইয়াছেন।'উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল, যে সংস্থাগুলি চাকরি কমিবার তথ্য দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে লাভে চলা ও লোকসানে চলা উভয় সংস্থাই রহিয়াছে। যেমন এমটিএনএল এবং বিএসএনএল দেশের অ-লাভজনক ১০টি সিপিএসই-র তালিকায় নাম তুলিয়াছে। লোকসানে চলা, ঋণজর্জরিত এয়ার ইন্ডিয়ার বিলগ্নীকরণ হইয়াছে। অন্যদিকে, স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং ওএনজিসি দুই সিপিএসই ২০২১-২২ আর্থিক বছরে উচ্চ লাভে চলা সংস্থার তালিকায় স্থান পাইয়িছে। অর্থাৎ, সংস্থাগুলিতে কর্মী করাইয়া ফেলিবার একমাত্র কারণ মোটেই সংস্থাগুলির লোকসানে চলা নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ কাজ হারাইয়াছেন। কর্মসংস্থান হারাইয়া ওইসব মানুষজন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছেন। তারা তাহাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছেন। উত্তরণের কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

৫ অক্টোবর ঝাড়খণ্ড মন্ত্রিসভার বৈঠক, নেওয়া হতে পারে বড় সিদ্ধান্ত

রাঁচি, ৪ অক্টোবর (হি.স) : আগামী ৫ অক্টোবর ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সভাপতিত্বে বৃহস্পতিবার দুপুর ২টো নাগাদ প্রকল্প ভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কর্মসূচি রয়েছে। এই বৈঠকে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের স্বার্থে অনেক বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় এবং সম্পর্কিত বিভাগ এই সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছে। এই বিষয়ে সব বিভাগকে প্রস্তাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ৮

বারাণসী, ৪ অক্টোবর (হি.স) : উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে গাড়ি ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে আটজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বুধবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর ফুলপুর থানা এলাকার কার্খিয়ানের কাছে। একটি দ্রুতগামী ট্রাক এবং একটি আর্টিকা গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে গাড়িতে থাকা আটজনের অকালে প্রাণ চলে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। সৌভাগ্যক্রমে গাড়িতে থাকা তিন বছরের একটি শিশু প্রাণে বেঁচে যায়। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন। আহতরা যাতে উপযুক্ত চিকিৎসা পায়, তারজন্য মুখ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন।

একটি পরিবারের ৯ জন ব্যক্তি কাশী বিশ্বনাথ দর্শন করতে গাড়িতে করে বারাণসী এসেছিলেন। তাঁরা সকলেই উত্তরপ্রদেশের পিলিবথিতের বাসিন্দা ছিলেন। বুধবার সকালে সকলেই মন্দিরে দর্শন করে পুজো দিয়ে উত্তরপ্রদেশের পিলিবথিতে ফিরছিলেন। গাড়িটি বারাণসী-জৌনপুর হাইওয়ের কার্খিয়ানের কাছে পৌঁছতেই সামনে থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে গাড়িটির ধাক্কা লাগলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে শিবপুরে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

দিল্লি পুলিশের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রাখছি, আইসিস জঙ্গি গ্রেফতার প্রসঙ্গে জানাল কর্ণাটক পুলিশ

বেঙ্গালুরু, ৪ অক্টোবর (হি.স) : আইসিস সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেফতারের পর কর্ণাটক পুলিশ জানিয়েছে, তারা দিল্লি পুলিশের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখছে। আইসিস-এর তিনজন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতারের পরে কর্ণাটক পুলিশ জানিয়েছে, যে তারা গ্রেফতারের বিষয়ে দিল্লি পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে অনবরত যোগাযোগ করছে। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল একটি বড় অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানের আইএসআই-এর স্পনসার্ড মডিউলটি ভেঙে দিয়েছে। দক্ষিণ দিল্লির জৈতপুর থেকে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি শাহনওয়াজকে গ্রেফতার করেছে। তার মাথার দাম ধার্য্য হয়েছিল ৩ লক্ষ টাকা।

একটি আইএসআইএস মডিউলের ছদ্মবেশে শাহনওয়াজকে দিল্লি পুলিশ গ্রেফতার করে। শাহনওয়াজ ছাড়াও মোহাম্মদ রিজওয়ান আশরাফ ও মোহাম্মদ আরশাদ ওয়ারসি নামে দুজনকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার রেণুকা সুকুমার হুবাল্লি ধারওয়ার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এই গ্রেফতারি সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা অনবরত দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। পুলিশ কমিশনার আরও জানান, আমরা সব সময় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। একটি শক্তিশালী পদ্ধতিতে, আমরা এই ধরণের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে যে ধৃতরা তাদের গোপন ঠিকানা খুঁজতে গুজরাটের হুব্বালি, ধারওয়াদ এবং আহমেদাবাদ সহ দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম ঘাটে অনেক অনুসন্ধান চালিয়েছিল।

গান্ধী: মহাত্মারও আগে

২০১৪ সালে উগ্র হিন্দুত্ববাদী শক্তি ভারতের শাসনকেন্দ্রে আসার পর ভারতে গান্ধীচর্চায় নতুন জোয়ার এসেছে। ১৯৯৮ ও ২০১৪ সালে সরকার গঠন বাদ দিলে এই হিন্দুত্ববাদীদের বৃহত্তম রাজনৈতিক সাফল্য ছিল ১৯৪৮ সালের গান্ধী-হত্যা। ভারতে বামপন্থী ও উদারবাদী রাজনীতির চিন্তকরা গান্ধীর মধ্যে এই হিন্দুত্ববাদ-বিরোধী অবস্থান খুঁজে চলেছেন প্রাণপণ। তাঁরা এমন রাজনীতির খোঁজ করছেন, যা চরিত্রে হবে "খাঁটি ভারতীয়"; ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র বা যুক্তিবাদের মতো তথাকথিত বিদেশি ভাবনার মিশেল থাকবে না তাতে। সমস্যা হল, গান্ধীর সঙ্গে হিন্দু দক্ষিণপন্থার বিরোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য সংক্রান্ত নয় (যদিও গান্ধীর অবস্থান ছিল অনেক বেশি মধ্যপন্থী) তাই আজকের হিন্দুত্ববিরোধী চিন্তকদের রাজনৈতিক লড়াইয়ের সঙ্গে তা খাপ খায় না। গান্ধীও হিন্দু ভারতের ধারণাকে সামনে রেখেছিলেন। যদিও হিন্দুত্ববাদীর বাসনা ছিল সংগঠিত হিংস্রতার মাধ্যমে ভারত থেকে মুসলমানদের সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া; আর গান্ধী চেয়েছিলেন শক্তির জায়গা থেকে মুসলমানদের দয়ালু ভাবে দেখতে। স্পষ্টতই গান্ধীর উত্তরাধিকার উদারবাদীদের কাছে বেশ কিছুটা সমস্যাজনক।

গান্ধীচর্চার ক্ষেত্রে আমরা যদি এই অতি-ব্যতিক্রমী জীবনের শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী দিকগুলোর দিকে নজর দেওয়ার প্রবণতাটিকে এড়াতে পারি, তা হলে আরও অনেক কিছু চোখে পড়া সম্ভব: পুঁজিবাদ-বিরোধী "লেট ভিক্টোরিয়ান" রোম্যান্টিকতা; নৈরাজ্যবাদ, ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী ভাবনার পরস্পরবিরোধী সহাবস্থান; প্রাচ্যবাদী ভাবনার কৌশলী ব্যবহার; সাম্রাজ্যবাদী জাতিবিদ্বেষ ও উপ- জাতিবিদ্বেষ; সাংবিধানিক ব্যবস্থা-বিরোধিতা। এ ভাবে দেখলে হয়তো একটা ধাঁধার জবাব মিলতে পারে এত রকমের মানুষের কাছে গান্ধীর গ্রহণযোগ্যতা ও আবেদনের কারণ ঠিক কী। এটাই কি কারণ যে, তাঁর চিন্তাগুলি বহু ক্ষেত্রেই ততটা ব্যতিক্রমী ছিল না?

২

গান্ধীর রাজনৈতিক কল্পনায় বিদেশি প্রভাব ছিল স্পষ্ট। তাঁর বহু লেখা জুড়েই রয়েছে "প্রাচ্য" ও "পাশ্চাত্য" ধারণার মধ্যে সংঘাতের বিবরণী যাকে কোনও অর্থেই "পাশ্চাত্য" চিন্তার প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখতা বলা চলে না। তাঁর কল্পনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে ফারাক আধ্যাত্মিক প্রাচ্য সম্পদ আসলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে বলীয়ান পাশ্চাত্যের চেয়ে নৈতিক ভাবে উন্নত এটি তাঁর রাজনীতির বৈধতা নির্মাণের প্রধান পথ। ১৯০৯ সালে লেখা হিন্দ স্বরাজ-এ বলেছেন প্রাচ্যের পক্ষে নিজের আত্মাকে না খুইয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আত্মজীবনী দ্য স্টোরি অব মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ-এও (১৯২৫-২৯) সে কথা আছে। কিন্তু, ঔপনিবেশিক সত্তার সঙ্গে সচেতন ভাবে সংলাপে না এসে তো প্রাক্-ঔপনিবেশিক অতীতে ফেরত যাওয়া সম্ভব নয়।

গান্ধীকে পাঠ করার একটা উপায় হতে পারে তাঁকে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধের এক রোম্যান্টিক ধনতন্ত্র-বিরোধী চরিত্র হিসাবে দেখা। নতুন অর্থনীতির গতিতে পুরনো সামাজিক সম্পর্কগুলি ভেঙে পড়া নিয়ে অতি বিরক্ত এক চরিত্র, যার সঙ্গে ঔপনিবেশিক প্রজাসুলভ উদ্বেগের মিশেল। বহু "কসমোপলিটান" ভাবনায় তিনি প্রভাবিত: যার মধ্যে ছিল বিশ্বব্যাপী রোম্যান্টিক বস্তুবাদ-বিরোধিতা; ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বিচিত্র সংযোগ; শক্তিশালী ইহুদি ধর্ম (এবং শক্তিশালী খ্রিস্টান ধর্ম)। পাশাপাশি এই "কসমোপলিটান" চিন্তাকে "খাঁটি" "ভারতীয়" ইতিহাসের ভাষায় অনুবাদ করার বাসনা। এ এক রকমের বৈপ্লবিক রক্ষণশীলতা ("র‍্যাডিকাল কনজার্ভেটিজম"-), যার মধ্যে নতুন ধরনের সামাজিক সংগঠনের উত্তেজনার পাশেই ছিল পশ্চিমি ধাঁচের স্বাধীনতাবাদ বর্জনের অভীপ্সা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর রাজনৈতিক কার্যক্রমে পরোক্ষ প্রতিরোধ (পরে যার নাম "সত্যাগ্রহ"), এবং অহিংসার ধারণাগুলি উঠে আসে। কিন্তু সে সময়ে গান্ধী বর্ণবাদী ছিলেন, বিভিন্ন জাত ও সভ্যতার মধ্যে উচ্চাবচতায় বিশ্বাসী ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর যুক্তির কেন্দ্রে ছিল এই বিশ্বাস যে, "কাফির"-দের সঙ্গে যে আচরণ করা চলে, উন্নততর সভ্যতার সন্তান ভারতীয়দের সঙ্গে তা করা যায় না। পরবর্তী কালে গান্ধী দাবি করেন যে, অহিংসা হিন্দু ধর্মের একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে।

সাংগঠনিক প্রয়োজনে গান্ধী ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের একটি রূপ-কে ব্যবহার করেছেন। দাবি করেছেন যে, শুধু হিন্দু ধর্মের অনুসারীরাই এর অন্তর্ভুক্ত নন, অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এর মধ্যে আছেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে আর্য সমাজের যে সংস্কার আন্দোলন হয়েছিল, গান্ধীর হিন্দু পুনরুত্থানবাদের সঙ্গে তার যোগ থাকলেও কিছু পার্থক্য ছিল। আর্য সমাজ "শুদ্ধি"র মাধ্যমে মুসলমানদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিল। গান্ধী ভারতের জাতিকল্পনায় মুসলমানদের চিহ্নিত করেছিলেন "ভাই" হিসাবে এমন জনগোষ্ঠী নয় যাদের সঙ্গে হিন্দুদের কোনও ফারাক নেই (ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিক জাতিকল্পনা যেমনটা দাবি করে); বরং এমন জনগোষ্ঠী হিসাবে, যাদের সঙ্গে হিন্দুদের ফারাক আছে, যদিও উভয় গোষ্ঠীই সম্প্রীতির স্বার্থে বিভিন্ন সমঝোতা করবে। এর জন্য অন্য সব পরিচিতির উপরে ধর্মীয় পরিচিতিকে স্থান দেওয়ার প্রয়োজন হয় হিন্দুদের হিন্দু হিসাবে এবং মুসলমানদের মুসলমান হিসাবে দেখতে হয়। ভারতের প্রথম এবং সম্ভবত সফলতম জন-আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধী প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনটি পেয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া খিলাফত কমিটির মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের থেকেই। আর্য সমাজের সংস্কারবাদীদের ধারার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব থাকা সত্ত্বেও গান্ধী নিজেকে "সনাতনি হিন্দু" বলতে পছন্দ করতেন সংস্কারবাদের বিপ্রতীপ অবস্থান। অন্য দিকে, গান্ধী খ্রিস্টধর্ম থেকেও বিভিন্ন সূত্র গ্রহণ করেছিলেন। বিদেশে গান্ধীর সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন বেশ কিছু খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী মানুষ। তাঁদের অনেকেই স্বেচ্ছায় বিদেশে গান্ধীর প্রচার করেছেন; অনেকে ভারতে এসে যোগ দিয়েছেন তাঁর সামাজিক সংস্কারের কাজে, তাঁর আশ্রমে থেকেছেন। যে রাজনীতি ধর্মের সঙ্গে সংযোগহীন, গান্ধী স্পষ্ট ভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, ধর্মই নৈতিকতার একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য উৎস। অন্য ভাবে বললে, উনিশ শতক থেকে রাজনীতিতে যে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবাহ এসেছিল, তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বস্তুত, গান্ধী ধর্মনিরপেক্ষতাকে "পাশ্চাত্য"- এর একটি মূল সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করতেন; এমন সমস্যা, ভারতের যা এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

লক্ষণীয়, স্বদেশি আন্দোলনের সময়ও ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের ব্যবহার ঘটেছিল। গান্ধী এই আন্দোলনটিকে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছিলেন। তখনও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটি এসেছিল। আন্দোলনের নেতারা স্থির করেছিলেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনা ও শিল্পায়নের প্রশ্নে বস্তুবাদী পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করা বিধেয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নয়। গান্ধীর অবস্থান আরও কট্টরপন্থী। হিন্দ স্বরাজ-এ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বলা হচ্ছে একটি ব্যাধি, এবং তাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে বলা হচ্ছে তার সংসদীয় রাজনীতি, রেলওয়ে, চিকিতসক, উকিল এবং অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমেত। গান্ধীর মতে, ভারত স্বাধীন হলেও সেখানে ব্রিটিশ শাসন থেকে যাবে, যদি সেই স্বাধীন দেশে শিল্পসভ্যতা ও যন্ত্র থেকে যায়। তাঁর মতে, সমাধানের পথটি প্রাচীন ভারতের গ্রামে যে গ্রাম এই "জাতি"র আত্মা যে গ্রামগুলি অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, বহুলাংশে যন্ত্রের সংস্রববিহীন, এবং যেখানে সবাই নিজের সামাজিক অবস্থান নিয়েই মিলেমিশে থাকেন।

৩

গান্ধী ভারতে তিনটি বৃহত গণ-আন্দোলনের নেতা ছিলেন ১৯২০-২২ এর অসহযোগ আন্দোলন; ১৯৩০-৩১ এর আইন অমান্য আন্দোলন; এবং ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন। দেশের, বিশেষত শহরের বাইরের বিপুল জনগোষ্ঠীর উপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারলেও তাঁর এই "নেতা" ধারণাটিকেও প্রশ্নায়িত করা প্রয়োজন। প্রথমত, প্রতিটি আন্দোলনই নির্ভরশীল ছিল এমন কোনও বৃহত্তর পরিস্থিতির উপরে, যাতে বিপুল জনরোষ সৃষ্টি হয়েছিল যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, আর্থিক মন্দা, ঔপনিবেশিক শাসকদের দমননীতি, ১৯২০-২২ এর খিলাফত আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও বর্মা থেকে আগত উদ্বাস্তুর ঢল, ১৯৪২-এর আসন্ন জাপানি আক্রমণ। ফলে, এই আন্দোলনগুলির আদর্শগত অবস্থান-নিরপেক্ষ ভাবেই অনেকে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনও সম্ভাবনাই গান্ধীর ছিল না; তিনি বললেন, প্রত্যেকেই যেন নিজের বিবেককে অনুসরণ করে। দ্বিতীয়ত, এমন সব জোট গড়ে উঠেছিল, যেখানে গান্ধীর আদর্শ কতখানি প্রভাবশালী ছিল তা নিয়ে সংশয় আছে। এমন সব ক্ষেত্রে তাঁর নাম ব্যবহৃত হয়েছিল, যার সঙ্গে গান্ধীর ধারণার সংযোগ অতি ক্ষীণ। তৃতীয়ত, তাঁর পছন্দের পথ থেকে চ্যুত হলেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রবণতাও গান্ধীর বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষতি করেছিল। কিন্তু, এই সময় গান্ধী ভারতের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠার ফলে যাঁরা আড়ালে তাঁর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করতেন, তাঁরাও প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি সমর্থন বজায় রাখতেন।

গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে গান্ধীর মূল নীতিটি ছিল এই রকম সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধকে স্বচালিত হতে দেওয়া যাবে না; যাঁরা আধ্যাত্মিক ভাবে এবং নৈতিক ভাবে, ফলত রাজনৈতিক ভাবে, নেতৃত্ব দিতে যোগ্যতর, আন্দোলন পরিচালনার ভার থাকবে তাঁদের উপর। এর সঙ্গে আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধের নেতা ফ্রান্জ ফ্যানন-এর অবস্থানের প্রভূত মিল পাওয়া সম্ভব। শক্তিশালী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তিহীন ও পশ্চাতপদ ঔপনিবেশিক প্রজার লড়াইয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি কাজ করে একটি "বাফার জোন"-এর মতো। তার নেতৃত্ব ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও আন্দোলনরত সাধারণ মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে। এক দিকে সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব, এবং অন্য দিকে তাঁদের নিয়ন্ত্রণের উপায় না থাকলে এই মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব শক্তিহীন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, অহিংস রাজনীতি দাঁড়িয়ে থাকে ঔপনিবেশিক শাসকের দ্বারা সংঘটিত হিংসার সম্ভাবনার উপর; এবং নেতার ক্ষমতা নির্ভর করে ঔপনিবেশিক শাসকের চোখে সাধারণ মানুষের উপর সেই নেতার প্রভাবের পরিমাপের উপরে, সাধারণ মানুষের উপরে নয়। যে শাসনব্যবস্থায় নির্বাচন মূলত একটি প্রহসন ছিল, সেখানে জনসমর্থন প্রদর্শনের পন্থা কী? একমাত্র উপায়, বিভিন্ন গণপরিসরে বিপুল সংখ্যক মানুষকে সংগঠিত করে নিয়ে আসা। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসকদের মধ্যে বড় জমায়েতের প্রতি একটি কাঠামোগত ভীতিই বা কেন ছিল, এবং জাতীয়তাবাদী নেতারাই বা কেন বিপুল জমায়েতের পক্ষপাতী ছিলেন, তা এখান থেকে বোঝা সম্ভব।

ভারতের মতো পরিস্থিতিতে সহিংস আন্দোলন এমনিতেই সহজ ছিল না। আর গান্ধী যে-হেতু তাঁর অহিংস আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নৈতিক আদর্শের উপর, ফলে সেই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করত শাসকের হিংস্রতার বিরুদ্ধে মানুষের অহিংস প্রতিরোধে প্রদর্শনের উপরে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপরে পুলিশ ঘোড়া চালিয়ে দিচ্ছে, অথবা সাদা খদ্দর পরিহিত বিক্ষোভকারীদের নৃশংস ভাবে প্রহার করছে পুলিশ, বা তাদের উপরে গুলি চালাচ্ছে, এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখে চমকে ওঠার মতো আন্তর্জাতিক দর্শক না থাকলে অহিংস আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা কঠিন। গান্ধী সেই আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯৪২ সালে গান্ধী ও কংগ্রেসের শীর্ষনেতৃত্বকে পুলিশ আগেই গ্রেফতার করায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন বিপুল ভাবে হিংসাত্মক হয়ে ওঠে, এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে ব্রিটিশ রাজ তুলনাহীন নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে তা দমন করে। এই ঘটনা বোঝায় যে, অহিংস প্রতিরোধ কেবল বিশ্বজনের দৃষ্টির সামনেই কাজ করে, এবং কেবল সেই সরকারের বিরুদ্ধেই কাজ করে, যার কাছে নিষ্ঠুর হওয়ার বদনামের ভয়টা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার চেয়েও বেশি। ঔপনিবেশিক শাসকরা যখন দেখলেন যে, ভারতে দানা বাঁধতে থাকা কমিউনিজম বা অ্যানার্কিজম-এর মতো "বৈপ্লবিক" রাজনীতির তুলনায় গান্ধীর রাজনীতি কম বিপজ্জনক, তখন তাঁরা গান্ধীর সঙ্গে দরকষাকষিতে আগ্রহী হলেন, এবং গান্ধীকে ওই বৈপ্লবিক রাজনীতির সামনে ঢালের মতো ব্যবহার করতে চাইলেন। এ ক্ষেত্রে গান্ধীর ব্যবসায়ী ভক্তরা বিভিন্ন ভাবে আগ্রহী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা গান্ধীর বিভিন্ন প্রকল্পে মুক্তহস্তে দান করতেন; প্রতিদানে গান্ধীও তাঁদের "জাতির অছি" হিসাবে দেখে ও দেখিয়ে বৈধতা দিয়েছিলেন। কাজেই গান্ধী একই সঙ্গে শিল্পায়ন-বিরোধী ও পুঁজিবাদ- বিরোধী, কিন্তু পুঁজিপতি- পন্থী থাকতে পেরেছিলেন।

দুই আন্দোলনের মধ্যবর্তী পর্বে গান্ধী প্রায়শই জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মন দিতেন "গঠনমূলক কাজ"-এ তার মধ্যে নিম্নবর্ণের "সামাজিক উন্নয়ন"-এর কাজটি বিশেষ বিতর্কের কারণ হয়েছিল। গান্ধী মনে করতেন, তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষকে পৃথক করে রাখা হিন্দু ধর্মের একটি পাপ, তিনি হরিজনদের "হিন্দু" হিসাবে গণ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। এ ক্ষেত্রে আর্য সমাজ বা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে তাঁর অবস্থান অভিন্ন ছিল। মহাসভা সম্বন্ধে বলা হয় যে, নিম্নবর্গের মানুষকে হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করার তাগিদটি তারা অনুভব করেছিল সংখ্যা বাড়ানোর তাগিদে, যাতে ভারতের জাতীয় পরিচয়ে "হিন্দু" কথাটি ব্যবহার করা যায়। গান্ধীর সম্বন্ধে এমন অভিযোগ নেই, তবে ভারতে "হিন্দু"-দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থাপনে তাঁর প্রকল্পটির অভিঘাত সুদূরপ্রসারী। এই ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ভীমরাও রামজি আম্বেডকর। নির্বাচনে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য "অ-হিন্দু" গোষ্ঠী হিসাবে আসন সংরক্ষণের সরকারি ঘোষণার (১৯৩২) বিরুদ্ধে গান্ধী আমরণ অনশনে বসেন। শেষ অবধি আম্বেডকর "হরিজন"দের হিন্দু হিসাবে মানতে বাধ্য হন। ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ক্ষেত্রে এই ঘটনার অভিঘাত বিপুল।

ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে অহিংস জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীর খ্যাতি অটুট। কিন্তু, এই খ্যাতির বেশিটাই হয় পরবর্তী কালে নির্মিত, অথবা গান্ধী যখন "মহাত্মা" হয়ে গিয়েছেন, সেই সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ধারণার ভিত্তিতে গঠিত। মনে রাখা ভাল যে, "মহাত্মা"দের কিন্তু তৈরি করা হয়, অথবা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁরা সেই জায়গায় বিবর্তিত হন। "মহাত্মা" হয়ে ওঠার আগেও গান্ধীর একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ছিল। গল্পের শেষ যাতে সেই গল্পের সূচনাকে লিখে না ফেলে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি।

মেরুকরণ থেকে মধ্যপন্থা

গত কয়েক মাসে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটা পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে, যা তাতপর্যপূর্ণ। দীর্ঘ দিন ধরে বিশ্ব রাজনীতির উপর আধিপত্য বিস্তার করার পর, এখন বৃহত শক্তিরা বুঝতে শুরু করেছে যে মাঝারি শক্তির অধিকারী দেশগুলিকে অগ্রাহ্য করে আর কোনও বড় মাপের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ইরান, মিশর, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, এমনকি তুরস্ক বা ইথিয়োপিয়ার মতো দেশও এখন আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে আসতে শুরু করেছে।

এখন বিশ্বে যে সব প্রধান চ্যালেঞ্জ নিয়ে সবাইকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে যেমন, ইউক্রেনে যুদ্ধ, আমেরিকা ও চিনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই, বা জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা এর কোনওটারই সমাধান সম্ভব নয়, যদি মাঝারি শক্তির দেশগুলি এগিয়ে না আসে। এই মাঝারি মাপের শক্তিগুলি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল, বা অনুন্নত দেশ। এই সঙ্গে ওশিয়ানিয়া, অর্থাত প্রশান্ত মহাসাগরের উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলিকেও (যেমন পাপুয়া নিউ গিনি, ফিজি প্রভৃতি) ধরতে হবে। এত দিন পর্যন্ত এই দেশগুলি আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমি দুনিয়ার ধনী দেশগুলির বেঁধে দেওয়া নিয়ম মেনেই কমবেশি চলত। ক্ষমতার এই নকশা এখন বদলাতে শুরু হয়েছে। সদ্য সমাপ্ত জি২০ (২০টি দেশের জোট) শীর্ষ সম্মেলনেই বোঝা গেল, এই মাঝারি শক্তির দেশগুলির চাহিদা ও দাবি উপেক্ষা করে বিশ্বের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জের সমাধান করা যাবে না। যদিও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষ বাস করে, তবুও এত দিন পর্যন্ত তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনকে বিশ্ব রাজনীতিতে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হত না। কিন্তু এখন আর বিশ্ব রাজনীতি শুধুই আমেরিকা এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী চিন ও রাশিয়ার মধ্যে টানাপড়েনের উত্তেজনায় আবদ্ধ নেই। মাঝারি শক্তির দেশগুলি, এমনকি আরও ছোট দেশগুলিও কী ভাবে ইউক্রেন যুদ্ধ বা বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো প্রশ্নে কী অবস্থান নিচ্ছে, সে দিকে তাকাতে হচ্ছে আমেরিকা, রাশিয়া, চিনকেও। এত দিন পর্যন্ত জি২০ গোষ্ঠীতে বিশ্বের অর্থনৈতিক শক্তিতে অগ্রগণ্য ১৯টি দেশ, এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সদস্য ছিল। এ বার তার সঙ্গে আফ্রিকান ইউনিয়ন নতুন সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হল। সময় বদলাচ্ছে, এটা তারই একটা ইঙ্গিত।

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এ বারের জি২০ শীর্ষ বৈঠকে আলোচিত বিভিন্ন প্রশ্নে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারা এবং সম্মেলন শেষে একটা ঘোষণাপত্র তৈরি করতে পারার জন্য কৃতিত্ব অবশ্যই ভারত-সহ বিভিন্ন মাঝারি শক্তির দেশগুলিকে দিতে হবে। বলা যেতেই পারে যে ধনী দেশগুলি ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজটা সাফল্যের সঙ্গে করার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের আয়োজনকারী দেশ ভারত, এবং সেই সঙ্গে অন্য উন্নতশীল দেশগুলি তাদের কূটনৈতিক দক্ষতারই পরিচয় দিয়েছে।

তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমের ধনী দেশগুলিও এখন বুঝতে পারছে তারা বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ থেকেই ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। সেই ভাবনা থেকেই তারাও তাদের কৌশল বদলাচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে মিউনিখে অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠকে বিষয়টি সামনে চলে আসে। ওই বৈঠক থেকে পশ্চিমি দেশগুলি চেষ্টা করছিল যাতে ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা যায়। কিন্তু দেখা গেল যে, পশ্চিমের এই উদ্যোগে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেরই সায় নেই। এর অন্যতম কারণ, বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে ওই যুদ্ধ তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। বা অন্য ভাবে বললে এটা ইউরোপের সমস্যা যত জরুরি, ততটা বাকি বিশ্বের কাছে নয়। বরং তাদের আগ্রহ ইউক্রেনের যুদ্ধ কবে শেষ হবে, তা নিয়ে। যুদ্ধ প্রলম্বিত হওয়ার জন্য যে ভাবে খাদ্যশস্য, জ্বালানি ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে এবং খাদ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে, তা উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে মাথাব্যথার কারণ।

আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলি রাশিয়াকে দুর্বল করার লক্ষ্যে ইউক্রেন যুদ্ধকে টেনে নিয়ে চলেছে, কিন্তু এর জেরে যে বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলির কতখানি সমস্যা হচ্ছে, তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই এই উপলব্ধি থেকেই তারা মিউনিখ সম্মেলনে পশ্চিমের ধনী দেশগুলির পাশে দাঁড়ায়নি। সাম্প্রতিক অতীতে কোভিড অতিমারির সময়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা এই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির স্মৃতিতে এখনও জাগ্রত। যখন তারা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের জন্য হাহাকার করছিল, তখন ধনী দেশগুলি নিজেদের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভ্যাকসিন মজুত করে রেখেছিল।

এখন দেখা যাচ্ছে, বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের জন্য আমেরিকা ও চিনের মধ্যে লড়াইয়ে এই মাঝারি শক্তির দেশগুলি দুই দেশের সঙ্গেই সম্পর্ক রেখে চলা, এবং তার সঙ্গে নিজের দেশের স্বার্থ মজবুত করার চেষ্টা করছে। কোনও একটি পক্ষ না নিয়ে, দুই বৃহত শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। এটাই এখন নতুন বাস্তব। দিল্লির জি২০ শীর্ষ সম্মেলনেই সম্ভবত দুই বৃহত শক্তির মধ্যে বিশ্ব রাজনীতিকে বিভক্ত করার বদলে বহুমাত্রিক শক্তিবিন্যাসের ভিতটা গাঁথার কাজ শুরু হয়েছে। এক কথায়, নতুন একটা আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণ তৈরি হচ্ছে, যার কেন্দ্রে থাকছে মাঝারি মাপের শক্তির দেশগুলি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দণ্ডিত মহিলা সহ দুজনের মৃতদেহ ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান অসমের ডিজিপি জিপি সিঙের

গুয়াহাটি, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : মায়ানমারে উগ্রপন্থী সংগঠন ‘ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম-ইন্ডিপেন্ডেন্ট’ (আলফা-স্বাধীন) শিবিরে মহিলা সহ যে সক্রিয় দুই ক্যাডারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, তাদের মৃতদেহ ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অসমের পুলিশ-প্রধান জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং (জিপি সিং)।

আজ বুধবার তাঁর এক্স হ্যান্ডলে ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং নাম না করে আলফা-স্বাধীনের সর্বেসর্বা পরেশ বরুয়ার কাছে অসমিয়া ভাষায় এই আবেদন জানিয়ে লিখেছেন, ”আমরা যে কোনও সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে আমাদের মানুষের মৃতদেহ ফিরিয়ে আনব। অনুগ্রহ করে আমাদের জানান, আপনি মৃতদেহ কোথায় রেখে গিয়েছেন। শোকে বিধ্বস্ত তাদের পরিবার আপনার কাছ থেকে এই প্রত্যাশার অধিকারী।”

প্রসঙ্গত, আলফা (স্বাধীন) শিবিরে দুই ক্যাডারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

এর আগে গতকাল ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং সামাজিক মাধ্যমে বলেছিলেন, ”জঙ্গল থেকে অসমের খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র) যুবক-যুবতীর মৃত্যুর হৃদয়বিদারক খবর শুনে সবাইকে উদ্বিগ্ন করেছে, অসমের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমার অনুরোধ — যে ব্যক্তি এবং সংগঠনের কাছে আপনার জীবনের কোনও মূল্য বা গুরুত্ব নেই, তার জন্য আপনার জীবন নষ্ট করবেন না।” এর পর ডিজিপি সিং মৃতদেহ দুটি ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন, ‘প্রেস বিজ্ঞপ্তির ভূমিকা সীমিত। অনুগ্রহ করে মৃতদেহগুলি জঙ্গল থেকে ফেরত পাঠান। পরিবারবর্গকে তাদের অন্তিম শ্রদ্ধা জানানো সুযোগ দিন।’ আজ আবারও তিনি আলফা-স্বাধীন-এর কাছে মৃতদেহগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গতকাল মঙ্গলবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আলফা (স্বাধীন) দুই ক্যাডারকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে বলে স্বীকার করেছিল। বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছিল, সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী, অসম (স্বাধীন)-এর নিম্ন পরিষদের প্রাক্তন উপ-সভাপতি ব্রিগেডিয়ার এ জেড সেলিম অসম ওরফে লাচিত হাজরিকা এবং প্রাক্তন পিটিই বর্ণালী অসম ওরফে নয়নমণি চেতিয়া সংগঠনের সংবিধান এবং নীতি-আদর্শকে চূড়ান্তভাবে অবমাননা করেছিলেন। আলফা-স্বাধীন বিরোধী কার্যকালপে জড়িত থাকার অপরাধে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

উভয়ের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ তুলেছে আলফা-স্বাধীন। লাচিত হাজরিকা এবং বর্ণালী অসম ওরফে নয়নমণি চেটিয়া ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীকে সহযোগিতা করে সংগঠনের সংবিধান ও নীতি সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করেছেন এবং কমরেডদেরকে শত্রুর কাছে অস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করার জন্য ব্ল্যাকমেইল করতেন। তারা আসাম পুলিশের কাছে সংগঠনের তথ্যও গোপনে পাচার করতেন বলে অভিযোগ করেছে আলফা-স্বাধীন।

ওই সব অভিযোগে আলফা-স্বাধীন-এর শীর্ষ নেতা লাচিত হাজরিকা ওরফে ব্রিগেডিয়ার সেলিম অসম এবং বর্ণালী অসমকে গত ২০ সেপ্টেম্বর মায়ানমারের সাগাইন এলাকার হাচি ক্যাম্পে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে সূত্রের খবর, সেলিম অসম ওরফে লাচিত হাজরিকা (আসল নাম সেলিম আলি) আলফা-স্বাধীনের সর্বেসর্বা পরেশ বরুয়ার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি ৯০-এর দশকে আলফায় যোগ দিয়েছিলেন। লাচিত হাজরিকার বাড়ি বিহপুরিয়ায়।

এছাড়া বর্ণালী অসম ওরফে নয়নমণি চেতিয়া আলফা-স্বাধীনে যোগ দিয়েছিলেন ২০২১ সালে। বর্ণালী অসম ওরফে নয়নমণি চেতিয়া (আসল নাম) তিনসুকিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ খেলোয়াড়, বক্সার। তদুপরি তিনি একজন মা-ও।

গজলডোবায় তিস্তা ব্যারেজ থেকে উদ্ধার ৩ জনের মৃতদেহ

জলপাইগুড়ি, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির গজলডোবায় তিস্তা ব্যারেজ থেকে উদ্ধার হল ৩ জনের মৃতদেহ। বুধবার রাজগঞ্জের বিডিও পঙ্কজ কোনার জানিয়েছেন, দেহ ৩টি স্থানীয় কারও নয়। সেগুলি তিস্তার জলেই ভেসে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব এইচ কে দ্বিবেদী বলেছেন, তিস্তা ব্যারাজ থেকে তিনটি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের এখনও চিহ্নিত করা যায়নি।

এদিন তিস্তা ব্যারেজ থেকে দেহ উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশনের সেচ, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা ঘটনাস্থল রয়েছেন। তাঁরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে উত্তর সিকিমের চুংথাংয়ে দক্ষিণ লোনাক হ্রদে ব্যাপক জলস্ফীতি হয়। যার জেরে হ্রদের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। সেই জল ঢুকেছে তিস্তায়। জল ধরে রাখতে না পেরে তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়েছে। এদিন সকাল ১০টায় তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়েছে ৮২৫২.৪০ কিউমেক। এতে নদীর জলস্তর অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, দেখা দিয়েছে হড়পা। বুধবার সকাল ১০টায় তিস্তা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা জারি করেছে সেচ দপ্তর। সেই সঙ্গে তিস্তার দোমোহনি থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে সেচ দপ্তর। জলপাইগুড়ির দোমোহনি, কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জেও তিস্তায় জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। জলস্তর আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসনের তরফে নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশে পাচারের আগে জাল নোট সহ ধৃত পাচারকারী

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : মধ্যপ্রদেশে পাচারের আগে জাল নোট সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। ধৃতের নাম শেখ সফিক (৩৯)। সে হুগলি জেলার পান্ডুয়ার বাসিন্দা। কলকাতা থেকে জাল নোটের একটি বড় চালান মধ্যপ্রদেশে পাচার করতেন। তিনি বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের বিদিশা জেলার গঞ্জ বাসোদা থানা এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নর্থপোর্ট থানার অন্তর্গত স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড থেকে কলকাতা পুলিশ তাকে আটক করে।

বুধবার এসটিএফ ডিসি আইপিএস ভি. সোলায়মান নেশা কুমার বলেন, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে আটক করা হয়ে। তল্লাশি চালিয় তার কাছ থেকে ৫০০ টাকার ৩০০টি জাল নোট উদ্ধার করা হয়। এর দাম ১.৫ লক্ষ টাকা।

সিকিমে কত পর্যটক, কোথায় কীভাবে আটকে জানা নেই কারও, এয়ারলিফটের আর্জি

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : তিস্তার ধ্বংসলীলার জেরে পুজোর মুখে সিকিম ঘুরতে যাওয়া বহু পর্যটক আটকে পড়েছেন প্রতিবেশী রাজ্যেই। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে, ঠিক কত সংখ্যক পর্যটক সিকিমে আটকে পড়েছেন, তার সঠিক সংখ্যাও এখনও জানা যাচ্ছে না। জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ। ফলে ফেরার পথও আপাতত অবরুদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে এয়ারলিফটের আর্জি করেছেন ভ্রমণ ব্যবস্থাপকেরা।

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, “এখনও পর্যন্ত সিকিমে কত পর্যটক আটকে রয়েছেন তার সঠিক কোনও খবর নেই। কেন্দ্র ও রাজ্যের কাছে অনুরোধ, এয়ারলিফ্‌টিং ছাড়া এত মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সিকিমের সঙ্গে সমতলের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মঙ্গলবার রাত থেকে সিকিমের স্থানীয় পর্যটন সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। চিন্তা বাড়ছে। বিকল্প পথগুলিও নষ্ট হয়ে গিয়েছে।”

রাজ্য ইকো টুরিজম দফতরের চেয়ারম্যান রাজ বসু বলেন, “পর্যটকদের সঠিক সংখ্যা হিসাব করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বহু পর্যটকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না।

আশা করছি, সন্ধ্যার মধ্যে কত পর্যটক সিকিমে আটকে রয়েছেন, তা হিসাব করে ফেলার চেষ্টা করছি। আমাদের আবেদন, এখনই কেউ রাস্তায় নামার চেষ্টা করবেন না। যে যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন।”

প্রসঙ্গত, ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ছাড়াও বাংলা থেকে আরও একটি রাস্তা পৌঁছয় সিকিম। সেই পথ ডুয়ার্স, গরুবাথান, লাভা, কালিম্পং হয়ে চলে যায় সিকিম। সেই রাস্তার অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। বিপদসঙ্কুল ওই পথ ব্যবহার করতেও মানা করছেন স্থানীয়রা। জানা যায়নি, সেই পথ আদৌ অটুট রয়েছে কি না। বাংলার পর্যটন সংস্থাগুলির সমিতি দুই রাজ্যের প্রশাসনের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছে।

কী করে পর্যটকদের উদ্ধার করে সমতলে নিয়ে আসা যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে সরকারও।

বিভীষণ বলে দলের রাজ্য নেতৃত্বকে নিশানা অনুপমের

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : দলের জেলা কমিটি গঠন ঘিরে ফের ”বিদ্রোহ” বিজেপি-তে। বিধায়ক অসীম সরকারের পর, এবার ফুঁসে উঠলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা। সমাজ মাধ্যমে রাজ্য নেতৃত্বকে ”মীরজাফর” বলে আক্রমণ করলেন তিনি। বিজেপি-র বোলপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটি গঠনের পরই নেতৃত্বকে নিশানা অনুপমের। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে বলেও কাজ না হওয়ার অভিযোগ করেছেন তিনি। মঙ্গলবার বোলপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির ঘোষণা করেছে বিজেপি। সেই নিয়েই বুধবার সামাজিক মাধ্যমে দীর্ঘ একটি লেখা পোস্ট করেন অনুপম। তিনি লেখেন, ”গতকাল বোলপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটি ঘোষণা হওয়ার পর থেকে অজস্র ফোন পেয়ে চলেছি। সকাল সকাল ঘুমও ভাঙল সে রকম কিছু ফোনে। তাই দু”চার কথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি”। অনুপম লেখেন, ”আগামী দিনে যে নির্বাচনটি আসছে, সেটি হলো মাননীয় নরেন্দ্র মোদিজির তৃতীয় বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লড়াই। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা যারা আবেগ দিয়ে বিজেপি করি এবং মাননীয় নরেন্দ্র মোদিজিকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, তারা জানি এই নির্বাচনে অন্তত নূন্যতম কোনও রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা চলবে না। আর এই নির্বাচনে জেতার জন্য টিম তৈরি করতে গিয়ে, সংগঠন এবং গ্রহণ যোগ্যতা আছে এরকম মানুষগুলিকে বেছে বেছে বাদ দিয়ে, নিজের কাছের মানুষদের যাঁরা জায়গা করে দেন, তাঁরা এক প্রকার ঘরের শত্রু বিভীষণ”।

এখানেই থামেননি অনুপম। তিনি লেখেন, ”এই ধরনের বিভীষণদের জন্য মাঝেমধ্যেই জেলা বিক্ষোভ দেখে থাকি আমরা। ঘরের মধ্যে বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও যখন কথা শোনা হয় না, মানুষ ধৈর্য্য হারিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন”। দেখেও ”বিভীষণ”রা সবকিছু না দেখার ভান করেন এবং ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ করেন অনুপম।

জেলা কমিটিতে জায়গা না পেয়ে কেউ যেন তৃণমূলে চলে না যান, সেই আবেদনও জানান অনুপম। তিনি জানান, তৃতীয় বার মোদিকে প্রধানমন্ত্রী করতে গেলে, প্রত্যেক লোকসভার আসনটে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। তাই অভিমানে বসে না গিয়ে, বিক্ষুব্ধদের ”বিভীষণ”দের মুখোশ দেওয়ার আর্জি জানান অনুপম। এর আগেও, একাধিক বার রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন অনুপম। কোনও রকম রাখঢাক না করেই সামাজিক মাধ্যমে নিজের মতামত জানিয়েছেন। তার জন্য সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে তাঁকে। দলের অন্দরে অসন্তোষ না জানিয়ে কেন প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানাতে গেলেন, প্রশ্ন শুনতে হয় তাঁকে। এদিন তারও জবাব দিয়েছেন অনুপম। তাঁর দাবি, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বলেও যখন কাজ হয় না, প্রকাশ্যে মুখ খুলতে বাধ্য হন। কিছু না কিছু একটা ঘটবে বলে দলের কর্মীদের আশ্বস্তও করেন অনুপম।

রাজভবনে তৃণমূল কাউন্সিলরকে ২ হাজার করে কর্মী-সহ জমায়েতের নির্দেশ

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি .স.) : দিল্লিতে কৃষি ভবনে হামলার প্রতিবাদ জানাতে বৃহস্পতিবার কলকাতার সমস্ত তৃণমূল কাউন্সিলরকে ২ হাজার করে কর্মী ও সমর্থক নিয়ে রাজভবনের সামনে আসার নির্দেশ দেওয়া হল।

সূত্রের খবর, দিল্লি থেকেই রাজভবন অভিযানের রূপরেখা ঠিক করে দিয়েছেন মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর নির্দেশ, রাজভবনের উত্তর গেটে ওই দিন দুপুর ২ টায় পৌঁছতে হবে। সব মিলিয়ে দিল্লির পর এবার কেন্দ্র বিরোধী বিক্ষোভে ঝড় উঠতে চলেছে রাজ্যের বিভিন্ন শহরে। মঙ্গলবার রাতে অভিষেক-সহ তৃণমূল নেতাকর্মীদের ‘হেনস্থার’ খবর দিল্লি থেকে খবর ছড়িয়ে পড়ার পর রাতেই কয়েকটি জেলায় প্রতিবাদে নেমেছিলেন তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা। কাঁথি শহরের রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ চলে তৃণমূলের।

যুব তৃণমূলের তরফে মঙ্গলবার রাতেই বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, “কৃষি ভবনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর সময় থাকা সত্ত্বেও সাড়ে তিন ঘন্টার উপর আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সহ মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সাংসদদের বসিয়ে রাখা হয়। যে মন্ত্রী আজ বিকেল ৪ টের সময় বিজেপির প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই বেরিয়ে যান এবং তারপরে অমিত শাহের পুলিশ যে বর্বরোচিত আচরণে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, সাংসদ ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে গ্রেপ্তার করেছে, মহিলা ও বয়স্ক সাংসদেরও রেয়াত করেননি, তার প্রতিবাদে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ও ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে যৌথ প্রতিবাদ কর্মসূচি। আগামিকাল প্রতিটি ব্লকে বিজেপির এই ন্যক্কারজনক, বর্বরোচিত আচরণের প্রতিবাদে মিছিল-সহ নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ ও গিরিরাজ সিংয়ের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হবে। পরশু রাজভবন অভিযান।”

দু'টি কন্টোল রুম খোলার নির্দেশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : সুষ্ঠু ত্রাণকার্য ও বিপদাপন্নদের রক্ষা করতে দু'টি কন্টোল রুম খোলারও নির্দেশ দিলেন পশিচমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার তিনি রাজ্যের মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর উদ্দেশে বলেন, “আপনারা কন্টোল রুমের নম্বর দ্রুত দিন যাতে অসুবিধায় পড়লে মানুষ সমস্যার কথা জানাতে পারেন। আর একটা নম্বর আমার কাছেও দিন। আমি বাড়ি থেকে ২৪৯৭ জরুরি পরিস্থিতির সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাজ চালাবো। আপাতত সবার ছুটি বাতিল। কারণ পুজোর মুখে এমন একটা বিপর্যয় আগে সামলানো দরকার।”

তবে মুখ্যসচিব এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তাদের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি মমতা ওই বৈঠকে রাজ্যবাসীর প্রতিও কিছু বার্তা এবং পরামর্শ দিয়েছেন। মমতা বলেছেন, “যাঁরা নীচু এলাকায় বসবাস করেন, তাঁদের বলব, আপনারা দয়া করে বাড়ি থেকে সরকারি শিবিরের নিরাপত আশ্রয়ে চলে আসুন।”

একই সঙ্গে জাছেন, “সাত-আটটি জেলায় জরুরি পরিস্থিত তৈরি হতে পারে। কারণ ডিভিসিকে আবার জল ছাড়তে হবে। কিন্তু যে সমস্ত এলাকায় প্লাবনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, সেখানে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দল পৌঁছেও গিয়েছে।”

জরুরি বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর, ছুটি বাতিল করার নির্দেশ

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : পায়ের চোটের জন্য বাড়ি বন্দি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতেই তিনি জানিয়ে দিলেন, “ছুটি বাতিল”।

বাড়ির চৌহদ্দিতে থাকলেও তিনি দিনে ২৪ ঘণ্টাই কাজ করবেন। প্রশাসনিক সমস্ত কাজ কর্ম দেখাশোনা করবেন। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যে জরুরি পরিস্থিতির কারণ ছুটি বাতিল করা হবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগগুলিতেও।

সিকিমের ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্যেও নিম্নচাপের টানা বৃষ্টিতে বিভিন্ন এলাকায় জল জমতে শুরু করেছে। বাঁধ বাচাতে জল ছেড়েছে ডিভিসি। আগামী কয়েকদিনে আরও জল ছাড়ার সম্ভাবনা আছে বলে জানানো হয়েছে ডিভিসির তরফে। ফলে রাজ্যের সাত-আটটি জেলাতেও প্লাবনের আশঙ্কা বেড়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বুধবার দুপুরেই নবান্নের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তবে পায়ের চোটের কারণে তিনি বৈঠক করেন কালীঘাটের বাড়ি থেকেই। ফোনের স্পিকারে তাঁকে রেখে নবান্নের বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ নবান্নের অন্যান্য দফতরের সচিবেরা। সেখানেই মমতা প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্দেশ দেন তাঁর সচিবদের।

বাসের ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু, গ্রেফতার চালক

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : বুধবার উল্টোডাঙ্গা-গড়িয়াগামী বেসরকারি একটি বাসের ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয় প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গড়িয়া মোড়ের কাছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকের দাবি, বেপরোয়াভাবে বাস ঘোরাতে গিয়েই এই বিপত্তি। ঘটনার পর অভিযুক্ত চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, উল্টোডাঙ্গা-গড়িয়া রুটের বাসটি গড়িয়া মোড়ের কাছে এসে বেপরোয়াভাবে মোড় ঘোরাতে যায়। সেই সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ওই প্রৌঢ় পথচারীকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়।

তিস্তা নিয়ে সংশয়ে জলপাইগুড়ির কর্তারাও, সব স্কুল ছুটি

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) :পাহাড়ে ধ্বংসলীলা চালিয়ে এ বার কি সমতলকে ভাসাবে তিস্তা? বুধবার কাকভোরে উত্তর সিকিমের ছবি সেই কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে গোটা উত্তরবঙ্গে। উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মন্ত্রী এবং আমলাদের অকুস্থলে পৌঁছনোর নির্দেশ দিয়েছেন। সতর্কতার জন্য জেলাশাসক স্কুলগুলোও বন্ধ রাখার আবেদন করেছেন।

পাহাড় থেকে বিপুল জলরাশি বয়ে তিস্তা তা এনে ফেলবে জলপাইগুড়ি জেলায়। ফলে নদী ছাপিয়ে বন্যায় ডোবার আশঙ্কা রয়েছে জলপাইগুড়ি-সহ একাধিক জেলার।প্রশাসন সূত্রে খবর, বুধবার সকাল ১০টায় তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা জারি করেছে সেচ দফতর। পাশাপাশি সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এদিন সকাল ১০টায় পাওয়া খবর অনুযায়ী, তিস্তা ব্যারেজ থেকে তখনও পর্যন্ত জল ছাড়া হয়েছে ৮২৫২.৪০ কিউসেক। আগামীতে জলস্তর আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কী হবে, তা ভেবেই কেঁপে উঠছেন জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় জলপাইগুড়ির দোমহনি থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত জলস্তরের উপরে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। নদীর দু'ধারে প্রশাসনের তরফ থেকে মাইকে প্রচার চলছে। বলা হচ্ছে, দ্রুত নদীর ধার ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে আসতে। পুলিশ নেমেছে তিস্তার দুই ধার বরাবর।

পুলিশকর্মীরা হুইসিল বাজিয়ে মানুষকে সতর্ক করছেন। নদীর ধার থেকে সরে আসার আবেদন করা হচ্ছে। ক্ষমতার অতিরিক্ত জল হয়ে গেলে বাঁধের গেট (স্লুইস গেট) ধারণ করতে পারবে না।

সমতলে তিস্তার উপর রয়েছে গজলডোবা বাঁধ। সেখানে অতিরিক্ত বার করে দিতে খুলে দেওয়া হয়েছে প্রায় প্রতিটি স্লুইস গেটই। কিন্তু গেট খোলার ফলে যে অতিরিক্ত জল বেরোচ্ছে, তা কি তিস্তা বুকে করে বয়ে নিয়ে যাবে, না কি তা দু'কূল ছাপিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে জলপাইগুড়িকে তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারাও।

‘তথ্য অসম্পূর্ণ, আবেদনপত্রে সই নেই অভিষেকের’, পর্যবেক্ষণ হাই কোর্টের

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলায় অসম্পূর্ণ তথ দেওয়া হয়েছে। বুধবার কলকাতা হাই কোর্টে মামলাটি উঠলে বিচারপতি সৌমেন সেন জানান, আবেদনপত্রে অভিষেকের সই নেই, তথ্য অসম্পূর্ণ।

বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টায় সেই শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শুরুতেই এদিন ত্রুটি খুঁজে পায় আদালত। দেখা যায় আবেদনকারী হিসেবে অভিষেকের বদলে স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নেই কোনও সম্মতিমূলক চিঠিও।

নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে মঙ্গলবারই মামলা করেছেন অভিষেক। আজ মামলা ওঠার পর দেখা যায় আবেদনে রয়েছে অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই। নিয়ম হল, এ ক্ষেত্রে মামলাকারী সই না করতে পারলে তাঁর বাবা বা মা সই করতেই পারেন, তবে, মামলাকারীকে সম্মতিসূচক চিঠি দিয়ে হয়। এই মামলার ক্ষেত্রে সেটা নেই। মামলার ত্রুটি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেয় আদালত। এদিন দুপুরেই ফের শুনানি ধার্য হয়।

মঙ্গলবারই বেলা ১২ টায় ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, মামলা কাগজপত্র আদালতে না পৌঁছনোয় শুনানি পিছিয়ে যায়। তাই বুধবার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। এদিকে, বুধবার ইডি দফতরে অভিষেকের হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও তা এড়িয়ে যান সাংসদ। ফের আগামী ৯ অক্টোবর তাঁকে তলব করা হয়েছে। বুধবার সেই নোটিসের কথাও আদালতে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

“পশ্চিমবঙ্গে মমতা-রাজে অরাজকতা হচ্ছে”, তোপ গিরিরাজ সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের মাঝে এবার মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি বললেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুলুমবাজি চলছে।”

১০০ দিনে কাজের বকেয়া কাজের টাকা আদায় করতে মঙ্গলবার দিল্লিতে ধরনা দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। পরিকল্পনা ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে দেখার করার। কিন্তু কৃষিভবনে ধরনা দিতে গিয়ে রাতে আটক হন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক নেতৃত্ব।

এদিকে, গতকাল রাতেই কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি দাবি করেন, তৃণমূলের প্রতিনিধি দল দেখা করবেন বলে অপেক্ষা করছিলেন। রাত সাড়ে আটটা অবধি বসে থাকার পরও কেউ দেখা করতে আসেননি। পাল্টা জবাব দেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

এ দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, “দিল্লিতে যেভাবে কৃষি মন্ত্রককে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জনকে রাত সাড়ে আটটা অবধি দফতরে অপেক্ষা করানো হয়। কোনও সাংসদ বা মন্ত্রী দেখা করতে আসেননি। ৫০০ লোক নিয়ে যেখানে সেখানে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। অরাজকতা চলছে। পশ্চিমবঙ্গে মমতা-রাজে অরাজকতা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গকে ২ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। গিরিরাজ সিংয়ের দাবি, শুধু এমজিএনআরইজিএ-তেই ৫৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতির আখাড়া হয়ে উঠেছে। এই লুঠ লুকোতেই অরাজকতা করছে। ওই চুরিকে ঢাকতেই এইসব করা হচ্ছে।”

অভিষেক-পত্নীকে আগামী সপ্তাহে আবার তলব ইডি-র

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : নিয়োগ মামলার তদন্তে এ বার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা নারুলা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তলব করল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহে তাঁকে ইডির দফতর সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ইডি-রএকটি সূত্র জানিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর মা-বাবার সঙ্গে রুজিরাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা। নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি-র হাতে আসা তথ্যের ভিত্তিতেই হবে জিজ্ঞাসাবাদ। বয়ান রেকর্ড করা হবে রুজিরার। ইতিমধ্যেই অভিষেকের মা অমিত এবং মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও হাজিরার নির্দেশ দেয় ইডি।

কলকাতায় সিজিও কমপ্লেক্সের সাত তলায় ইডি-র দফতর। এর আগে, কয়লা পাচার মামলায় সিজিও কমপ্লেক্সে আগেও গিয়েছিলেন রুজিরা। সেবার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দিল্লির আধিকারিকরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

এবার প্রাপ্ত তথ্য সামনে রেখে ইডি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়। রুজিরার বয়ানও রেকর্ড করতে চান ইডি-র আধিকারিকরা।

প্রাথমিক দুর্নীতি মামলায় ৩ অক্টোর অভিষেককেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছিল ইডি। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে দিল্লিতে ধর্না কর্মসূচি থাকায় হাজিরা দিতে পারেননি তিনি।

বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থও হন তিনি। বার বার ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন অভিষেক।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরের জন্য অদ্বৈত আশ্রমের ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ মন্ত্রী গণেশ যোশীর

লোহাঘাট, ৪ অক্টোবর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্তরাখণ্ডের লোহাঘাট সফরের জন্য মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রী গণেশ যোশি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। বুধবার গণেশ যোশি উত্তরাখণ্ডের লোহাঘাটে মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম পরিদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে তিনি সমস্ত ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন।

পরিদর্শনের সময় যোশি বলেন, এই আশ্রমটি খুবই সুন্দর। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে ধ্যান করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখানে আসলে তিনি আলাদাই একটি শক্তি পাবেন। এই আশ্রমটি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও চিন্তাভাবনার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

গণেশ যোশি আরও বলেন, অদ্বৈত আশ্রমের মাধ্যমে যারা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ অনুভব করতে চান এবং দেখানো পথে এগিয়ে যেতে চান তাদের জন্য এটি চমৎকার স্থান। মায়াবতী আশ্রম তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং নির্জনতার জন্য বিখ্যাত। শুধুমাত্র উত্তরাখণ্ডের মানুষদের জন্যই নয়, এই আশ্রমটি ভারত ও বিদেশের শান্তিপ্রিয় ও সৌন্দর্য্যপ্রেমী পর্যটকদের জন্যও আকর্ষণের কেন্দ্র বলেও মন্ত্রী মন্তব্য করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অজয় তমতা, প্রাক্তন মন্ত্রী বলবন্ত সিং ভড়িয়াল, জেলা পঞ্চায়েত সভাপতি জ্যোতি রাই, বিজেপি জেলা সভাপতি নির্মল মেহরা প্রমুখ।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

কষ্ট করে ঘাম ঝরিয়ে জিম আর নয়

হৃদ্যন্ত্র ভাল রাখতে কার্ডিয়োভাস্কুলার ব্যায়াম করার পরামর্শ দেন প্রশিক্ষকেরা। নিয়মিত দৌড়নো, ব্রিস্ক ওয়াক বা জগিংয়ের মতো ব্যায়াম হার্ট এবং ধমনীর বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। ফলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে শরীরচর্চার তো বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে।

কোনটি কার জন্য কার্যকরী, সে বিষয়ে সাধারণত চিকিৎসক এবং প্রশিক্ষকেরাই আলোকপাত করে থাকেন। কিন্তু এখন সমাজমাধ্যমের যুগ। প্রতি দিন নতুন নতুন যা কিছু ঘটছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার জন্য দশ পা এগিয়ে রয়েছে সমাজমাধ্যম। সম্প্রতি সেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে শরীরচর্চার বিশেষ একটি মাধ্যম "কোজি কার্ডিয়ো"। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অনেকেই জিমে গিয়ে গা ঘামাতে পছন্দ করেন। কিন্তু প্রতি দিন জিমে যাওয়ার কষ্ট সহ্য করতে পারেন না এমন মানুষও আছেন। তাই হোপ জাকারব্রো নামে এক সমাজমাধ্যম প্রভাবী বাড়ির পরিবেশেই কম খেটে ঘাম ঝরানোর ফন্দি এঁটেছেন তিনি। নাম দিয়েছেন "কোজি কার্ডিয়ো"। অভিনব শরীরচর্চার এই পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। তাঁর ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ২০ লক্ষ মানুষের নজরে এসেছে।

কোজি কার্ডিয়োর ধারণাটি আসলে শরীরচর্চার জন্য একটি আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। হোপের করা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, মনোরম কিছু সুগন্ধি মোমবাতি এবং একেবারে হালকা, টিমে আলোর মালায় দিয়ে ওই তরুণী তাঁর বাড়ির বসার ঘরটি সাজিয়ে নিয়েছেন। ঘরের এক কোণে চলছে টেলিভিশন। তাঁর প্রিয় পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে বেশ কিছু ভঙ্গি অভ্যাস করছেন। আধঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা এই ভাবে শরীরকে বিশেষ কষ্ট না দিয়ে ব্যায়াম করার ফলও পেয়েছেন তিনি।

নীল রঙের কলার স্বাদ ঠিক যেন ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতো

নীল রঙের কলা হয়, এ কথা শুনেছেন কখনও? তবে নামের জন্য নয়, এই কলা কিন্তু স্বাদের জন্য বেশি জনপ্রিয়। ব্লু জাভা কলার স্বাদ নাকি একেবারে ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ফিলিপিনস আর ফিজিতে এই রকম নীল কলার খোঁজ পাওয়া যায়। সমাজমাধ্যমে এই রঙের কলা ঘিরে বেশ হইচই শুরু হয়েছে।

১৯২০ সালে হাওয়াইয়ে প্রথম এই কলার খোঁজ মেলে। নীলচে সবুজ রঙের এই কলা মুখে দিলেই যেন মাখনের মতো গলে যায়। কোনও রাসায়নিক ব্যবহার করে এই রং করা হয় না। প্রকৃতিক উপায়েই এই ফল হয়। ব্লু জাভা কলা কিন্তু ঠান্ডা প্রতিরোধ করতেও সক্ষম। মাইনাস ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও এই প্রকার কলা জন্মায়। যেখানে হলুদ কলা শুধুমাত্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় পরিবেশে জন্মাতে পারে, নীল জাভা কলার লন কিন্তু ১, ৮০০ মিটার উচ্চতাতেও ভাল হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যে ভাবে চোখে পড়ছে, তাতে এই ধরনের কলার ফলন বাড়বে বলেই আশা করা যায়। এই নীল জাভা কলা ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে আগ্রহের বিষয়। দিন দিন এর জনপ্রিয়তা এত বাড়ছে যে, এর বীজ আমাজন বা অনলাইনে অন্যান্য ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে। আইসক্রিমের মতো স্বাদের জন্য এই কলা আইসক্রিম কলা নামেও পরিচিত। এই কলা কিন্তু সাধারণ কলার তুলনায় বেশি স্বাস্থ্যকর। এই কলা প্রোটিনে ভরপুর। খেলে মন চাঙ্গা হয়। এতে থাকা ভিটামিন ডি ৬ রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকেও রেহাই পেতে এই কলা খান অনেকেই। অ্যানিমিয়ার রোগীদের জন্যও এই কলা বেশ কার্যকর।

বিয়ারের বোতল ঠান্ডা রাখবেন কোন কৌশলে

পুজো আসতে হাতে গোনা কয়েক দিন বাকি থাকলেও উৎসব মোটামুটি শুরু হয়ে গিয়েছে। এমন উতবমুখর সময়ে তাই ফাঁক পেলেই আড্ডাও জমে উঠেছে জোরকদমে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়লেও বাইরে যা গরম পড়েছে, তাতে বন্ধুদের আড্ডায় চায়ের তুফান তোলাটা বেশ মুশকিলের। তার চেয়ে ঠান্ডা শরবত কিংবা অন্য পানীয়ে বেশি তৃপ্তি পাওয়া যেতে পারে।

সে কথা ভাবলে, আড্ডা জমাতে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিলে মন্দ হয় না। আগে থেকে গিয়ে কয়েকটি বিয়ারের বোতল ফ্রিজবন্দি করে রাখলেই হয়। আড্ডা জমে যাবে। হয়তো পরিকল্পনা তেমনই ছিল, কিন্তু গোলমাল বাধল ফ্রিজটা বিগড়ে গিয়ে। ফ্রিজ ছাড়া বিয়ার ঠান্ডা রাখা সহজ নয়। তবে একেবারে কঠিনও নয়। কয়েকটি উপায় জেনে নিলে ফ্রিজ ছাড়া বিয়ারের বোতল ঠান্ডা রাখা নিয়ে ভাবতে হবে না। ১) বাড়িতে পুরনো খবরের কাগজ আছে? তা হলে সেগুলি বড় বড় করে ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে নিন। এ বার ওই ভেজা কাগজের টুকরোগুলি বোতলের গায়ে ভাল করে সেঁটে দিন। তার পর বোতলগুলি কিছু ক্ষণ অন্ধকার কোনও জায়গায় রেখে দিন। ৫-৬ ঘণ্টা পরে দেখবেন, বোতলগুলি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। ২) বাজার থেকে কিছু বরফের চাঁই কিনে আনলেই এ সমস্যার সমাধান হয়। একটি বালতিতে বরফের চাঁই, জল আর সামান্য নুন দিন। তার পর বালতির মধ্যে বিয়ারের বোতলগুলি রেখে দিন। ঠান্ডা থাকবে দীর্ঘ ক্ষণ।

৩) ওয়েট টিস্যুও কিন্তু বিয়ারের বোতল ঠান্ডা রাখতে পারে। বিয়ারের বোতলের গায়ে ওয়েট টিস্যু জড়িয়ে দিন পুরু করে। তার পর সেটি ফাঁকা এবং অন্ধকার একটি জায়গায় রেখে দিন। বোতল ঠান্ডা থাকবে অনেক ক্ষণ।

ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে একসঙ্গে একাধিক কাজ

হাতে সময় কম। ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে একসঙ্গে একাধিক কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন অনেকেই। বিশেষ করে সকালে কাজে বেরোনোর আগে গোটা দেশ-দুনিয়ার হাল জেনে নেওয়া, সমাজমাধ্যমে নতুন কী এল তাতে চোখ বুলিয়ে নেওয়া ইত্যাদির জন্য সব সময়ের সঙ্গী হচ্ছে মোবাইল। ঘুম থেকে ওঠা থেকে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত হাতে বন্দি মুঠোফোন।

হাতে ফোন নিয়েই শৌচালয়ে প্রবেশ করেন অনেকে। জরুরি কথা থেকে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা সবই চলে কমোডে বসে। স্নানঘরে বসে এই কাজগুলি সেরে ফেলতে পারলে সময় হয়তো খানিকটা বাঁচিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু এই অভ্যাস শরীরের জন্য মোটেই ভাল নয়। এখান থেকেই প্যাথোজেন সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়াও শৌচাগারে ফোন নিয়ে গেলে "ক্রস কন্টামিনেশন"-এর আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ক্রস কন্টামিনেশন কী? মোবাইলের টাচস্ক্রিনে হাত দিয়ে কমোডের ফ্লাশে হাত দেওয়া কিংবা ফ্লাশ করার পর হাত না ধুয়ে মোবাইল, শৌচাগারের অন্যত্র স্পর্শ করার ফলে ওই জায়গাগুলিতে ব্যাক্টেরিয়া থেকে যায়। ফলে পরে আবার যিনি শৌচাগারের দরজায় বা ফ্ল্যাশ স্পর্শ করেন, তাঁর হাতে জীবাণু লেগে যায়। এই ভাবে ক্রমে সংক্রমণ ঘটতে থাকে।

নিয়মিত ফোন স্যানিটাইজ করলেও কি সমস্যার সমাধান হতে পারে?

অনেকে মনে করেন, প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিস যেমন জীবাণুমুক্ত করতে হয়, তেমন ভাবেই নিয়মিত ফোন জীবাণুমুক্ত বা স্যানিটাইজ করে নিতে পারলে বোধ হয় সংক্রমণ কিছুটা হলেও এড়ানো যেতে পারে। কিন্তু চিকিৎসকেরা বলছেন, ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবের মতো বৈদ্যুতিন যন্ত্রগুলি পরিষ্কার করা যথেষ্ট ঝক্কির। স্যানিটাইজারের সংস্পর্শে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এ ছাড়া, ফোন হাতে স্নানঘরে ঢুকলে নিজেদের অজান্তেই অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। কমোডের উপর বেশি ক্ষণ বসে থাকলেও কিন্তু শারীরিক সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। অনেকেই মনে করেন, শৌচাগারে কাটানো সময়টুকু তাঁদের ব্যক্তিগত সময়। কিন্তু ফোন হাতে শৌচালয়ে গেলে মস্তিষ্ক বিরতি পায় না। উল্টে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কোভিড টিকা নয়, নেপথ্যের বিজ্ঞানকে সম্মান নোবেলে

মা প্রতি বছরই নজর রাখতেন, কারা নোবেল পাচ্ছেন। মেয়েকে এসে বলতেন, তুমিও হয়তো এক দিন নোবেল পাবে। সে কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়তেন বিজ্ঞানী মেয়ে। বলতেন, "কী যে বলো!" মেয়ের বিস্ময় দেখে হতবাক মায়ের প্রশ্ন ছিল, "কেন? তুমি যে এত পরিশ্রম করছ দিনরাত। পেতেই পারো।" মেয়ে বলতেন, সব বিজ্ঞানীরাই অনেক পরিশ্রম করেন।

মেয়ের নিজের কৃতিত্বের প্রতি সন্দেহ থাকলেও মায়ের হয়তো ছিল না। এ বছর শারীরবিদ্যা তথা চিকিতাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার জিতে নিলেন সেই মেয়ে হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী কাতালিন কারিকো। ১৯০১ সাল থেকে এ পর্যন্ত, তিনি ১৩তম মহিলা বিজ্ঞানী, যিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পেলেন। তাঁর সঙ্গে যুগ্ম ভাবে জয়ী হয়েছেন আমেরিকার ড্রু ওয়েজম্যান। কোভিড অতিমারির সময়ে তাঁদের আবিষ্কৃত প্রযুক্তি ব্যবহার করেই এমআরএনএ ভ্যাকসিন তৈরি সম্ভব হয়েছিল। কারিকো এবং ওয়েজম্যান দীর্ঘদিনের সহকর্মী। দু'জনেই পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। যে গবেষণার জন্য তাঁরা পুরস্কৃত হলেন, তা কিন্তু প্রায় দু'দশক আগের কাজ। অনেকেই বলছেন, এই দু'জনের কর্মকাণ্ডকে সম্মান জানাতে স্টকহলম নোবেল কমিটি তাদের চিরন্তন প্রথা ভেঙে ফেলেছে। ২০০৫ সালে যে এমআরএনএ প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা, ২০১৯ সালের শেষ লগ্নে শুরু হওয়া কোভিড অতিমারিকে ঠেকাতে সাহায্য করেছে তা-ই। ওষুধপ্রস্তুতকারী সংস্থা ফাইজার/বায়োএনটেক এবং মডার্না সেই এমআরএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোভিডের টিকা তৈরি করে। কলেরা, টাইফয়েড, এমন বহু মহামারি এসেছে, কিন্তু যে দ্রুততার সঙ্গে এ বারে টিকা তৈরি হয়েছিল, ইতিহাসে তা বেনজির। এই কৃতিত্বের অন্যতম অংশীদার কারিকো এবং ওয়েজম্যান।

১৯৯০-এর দশকেই বায়োকেমিস্ট কারিকো বুঝতে পেরেছিলেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানে এমআরএনএ-র ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তিনি ও তাঁর সহকর্মী, ইমিউনোলজিস্ট ড্রু ওয়েজম্যানের গবেষণা সাফল্যের মুখ দেখে ২০০৫ সালে এসে। তাঁদের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়। সেখানে দেখানো হয়, নিউক্লিওসাইডের মডিফিকেশন বা পরিবর্তনের ফল ও মানবদেহের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা বা ইমিউনো সিস্টেমে তার প্রভাব। তবে বিষয়টা খুব সহজ হয়নি। "সায়েন্স" ও "নেচার", দু'টি জার্নালই তাঁদের গবেষণাপত্র খারিজ করে দেয়। পরে "ইমিউনিটি" নামক একটি জার্নালে গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়। এর পরে ২০০৮ সাল ও ২০১০ সালে আরও দু"টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন তাঁরা। তাতে আরও বিশদে ও স্পষ্ট ভাবে এমআরএনএ প্রযুক্তি ব্যাখ্যা করা হয়।

কারিকো জানান, তাঁর কাছে যখন নোবেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ফোন আসে, তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুম চোখে ভেবেছিলেন, কেউ মজা করছে। কারিকোই পরে ওয়েজম্যানকে ফোন করে জানান, তাঁদের নোবেল-জয়ের খবর। ওয়েজম্যান জানিয়েছেন, ব্যক্তিত্বের দিক থেকে তাঁরা দু'জনে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু বিজ্ঞানের দিক থেকে তাঁদের খুব মিল। হঠাতকোনও কিছু মাথায় এলে রাত তিনটেতেও ইমেল করেছেন কাটিকে (কাতালিন কারিকোকে এই নামেই ডাকেন তিনি)।

নোবেল কমিটির জুরির তরফে বলা হয়েছে, "আজকের আধুনিক যুগে মানব সমাজ এক মারণ সংক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিল। নজিরবিহীন গতিতে তার প্রতিষেধক তৈরি করা হয়েছে। আর সেই কাজে এই দুই বিজ্ঞানীর অবদান অনস্বীকার্য। তাই এই দু'জনকে আমরা সবচেয়ে যোগ্য হিসেবে বেছে নিয়েছি।" এই নিয়ে অবশ্য বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ফাইজার বা মডার্নার টিকা ছাড়াও আরও বেশ কিছু কোভিড প্রতিষেধক তৈরি হয়েছিল। সেগুলি অন্য প্রযুক্তিতে তৈরি। যেমন, অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার প্রতিষেধকটি অ্যাডিনোভাইরাস ভেক্টর ভ্যাকসিন। কার্যকারিতার দিক থেকে এগুলি পিছিয়ে ছিল না। বরং ফাইজার ও মডার্নার টিকার দাম বেশি। ধনী দেশগুলি ছাড়া বাকিদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ যোগীরাজ রায় বলেন, "এমআরএনএ-ভ্যাকসিনকে ওঁরা স্বীকৃতি দিয়েছেন। আরও অনেক ভ্যাকসিন কিন্তু বেরিয়েছিল। আবার, এমআরএনএ-ভ্যাকসিন এতটাই দামি ছিল যে প্রথম বিশ্বের দেশ ছাড়া বাকি সব দেশের সেটি কেনার সামর্থ্য ছিল না। যদি, বৈজ্ঞানিক দিকের কথা ধরে এই স্বীকৃতি হয়, তা হলে বলতে হয়, এটি যে অন্যদের তুলনায় মৃত্যুহার কমাতে বিরাট কিছু করেছে, তা-ও নয়।" যোগীরাজের আক্ষেপ, "আসলে নোবেল কমিটির কাছে তৃতীয় বিশ্বের দেশের গবেষক-চিকিতকেরা স্বীকৃতি পাবেন না, সেটাই স্বাভাবিক।" ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি-র চিকিতক গবেষক দীপ্যমান গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য এটা ভেবে খুশি যে, টিকা তৈরি নয়, টিকা তৈরির পিছনে যে প্রযুক্তি রয়েছে, নোবেল কমিটি সেটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি বলেন, "এই স্বীকৃতির মাধ্যমে নোবেল কমিটি বুঝিয়ে দিল যে, একটি ভ্যাকসিন তৈরির নেপথ্যে বেসিক-সায়েন্স কতটা জরুরি। তাই তারা, এমআরএনএ ভ্যাকসিন যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁদের না দিয়ে বরং যাঁরা এই ভ্যাকসিন তৈরির বিজ্ঞানকে বুঝতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সম্মান জানিয়েছে।"

কারিকোর বাবা ছিলেন মাংসের ব্যাপারী। মেয়ে বড় হয়ে হলেন এমআরএনএ বিশেষজ্ঞ। ওয়েজম্যান হলেন ইমিউনোলজিস্ট ও ভাইরোলজিস্ট। এইচআইভি-র প্রতিষেধক খুঁজছিলেন তিনি। ১৯৯৮ সালে এক দিন পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কপি- মেশিনের সামনে দু'জনের পরিচয় হয়। এর বছর দুয়েক আগে হাঙ্গেরি থেকে আমেরিকা চলে এসেছিলেন কারিকো। সে দেশে অর্থের অভাবে তাঁর গবেষণা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ও দিকে, ওয়েজম্যান এইচআইভি গবেষণায় এক জন সঙ্গী খুঁজছিলেন। দু'জনে এক সঙ্গে কাজ শুরু করেন। তার পর... বাধা এসেছে। তবে সাফল্যও মিলেছে শেষমেশ। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁরা তৈরি করে ফেলেন এক দুর্মূল্য ভ্যাকসিন-টেকনোলজি।

বাবা-মায়ের ডায়াবিটিস আছে কি

ডায়াবিটিস ধরা পড়লেই জীবনে চলে আসে বেশ কিছু বিধিনিষেধ। খাওয়াদাওয়া থেকে দৈনন্দিন যাপন, সব ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চলতে হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে না রাখলে এর হাত ধরেই আরও অনেক সমস্যা শুরু হয়। তাই সাবধান থাকা জরুরি। শর্করার মাত্রা যদি এক বার বিপদসীমা পেরিয়ে যায়, তা হলে কিডনিতেও এর প্রভাব পড়তে পারে।

যাঁদের পরিবারে কোনও সদস্যের ডায়াবিটিস রয়েছে তাঁদের কিন্তু বেশি সতর্ক থাকতে হবে। রোজকার কিছু অভ্যাস অজান্তেই আপনার ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। জেনে নিন, কোন কোন অভ্যাসে লাগাম না টানলেই ডায়াবিটিসের আশঙ্কা বাড়ে। ১) অনেকেই অফিস যাওয়ার তাড়ায় প্রাতরাশ না করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। দীর্ঘ ক্ষণ খালি পেটে থাকলে শরীরে ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই প্রাতরাশ করতে হবে পেট ভরে। ২) অনেকেই ঘুমের সঙ্গে আপস করেন। রাত জেগে পার্টি, ওয়েব সিরিজ দেখা, হইহুল্লোড়ের ফলে অপর্যাপ্ত ঘুম নানা রোগবালাই ডেকে আনে। দিনে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার কম ঘুম হলে ডায়াবিটিস হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ঘুম যাতে পর্যাপ্ত হয়, সে দিকে অতি অবশ্যই খেয়াল রাখুন। ৩) দীর্ঘ ক্ষণ এক জায়গায় বসে কাজ করলেও ঝুঁকি বাড়ে ডায়াবিটিসের। শরীর যত সচল রাখবেন, ততই ডায়াবিটিস দূরে থাকবে। এক জায়গায় বসে বসে কাজ রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই যত পারবেন, শরীর সচল রাখার চেষ্টা করুন। শরীরচর্চা শুরু করুন।

৪) বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ধূমপানের সঙ্গেও ডায়াবিটিসের যোগ রয়েছে। তাই ডায়াবিটিসের ঝুঁকি কমাতে ধূমপানে রাশ টানুন। নিয়মিত মদ্যপানের অভ্যাসও ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। ৫) মানসিক চাপের কারণেও ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হন কেউ কেউ। কর্মক্ষেত্রে চাপ, বাড়িতে সমস্যা চিন্তার জেরে বেড়ে যায় রক্তের শর্করার মাত্রা। মানসিক চাপ কমাতে নিয়মিত যোগাসন করুন। মাঝেমধ্যে সময় বার করে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিন, বেড়াতে যান। মন ভাল রাখার চেষ্টা করুন।

ভিটামিন ডি-র অভাবে কি মারণরোগের ঝুঁকি বাড়ে?

শরীরের জন্য ভিটামিন ডি কতটা জরুরি তা বলা বাহুল্য। হাড়ের যত্ন নেওয়া থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ভিটামিন ডি অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন ডি শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে অনেক রোগবালাই থেকে দূরে থাকা যায়। তেমনই ভিটামিন ডি-এর অভাবে বাড়ে ক্যানসারের ঝুঁকিও। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় উঠে এসেছে এমন একটি তথ্য।

তবে গবেষকেরা জানাচ্ছেন, ভিটামিন ডি-র অভাবের সঙ্গে ক্যানসারের সরাসরি কোনও যোগ নেই। শরীরে যদি এই ভিটামিনের অভাব দেখা দেয়, তাহলে অনেক সময় ক্যানসার হওয়ার একটা ঝুঁকি থেকে যায়। পাশাপাশি, ভিটামিন ডি-এর যদি কোনও অভাব না ঘটে, তাহলে ক্যানসার ছাড়াও আরও অনেক রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়। তাই ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার প্রতি বাড়তি নজর দেওয়ার কথা বলেন চিকিতকেরা।

ভিটামিন ডি-র অভাবে যে ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে তার মধ্যে অন্যতম হল স্তন ক্যানসার। এ ছাড়াও অন্ত্রের ক্যানসারের ঝুঁকিও থাকে ভিটামিন ডি-র অভাবে। এই ভিটামিন ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। মারণরোগ থেকে দূরে থাকতে ভিটামিন ডি শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা জরুরি। ভিটামিন ডি-র গুণে আর কোন কোন রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলে?

১) স্নায়ুর কার্যক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এই ভিটামিন। বার্ধক্যে স্নায়ুর রোগের উপসর্গ কমাতে এটি বেশ কার্যকর। মস্তিষ্কে কর্মক্ষমতা সচল রাখতেও এই ভিটামিনের জুড়ি মেলা ভার।

২) বৃদ্ধাবস্থায় হাড়ের ক্ষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা। হাড়ে উপস্থিত অন্যতম প্রধান খনিজ পদার্থ হল ক্যালসিয়াম। সুতরাং হাড় মজবুত রাখতে এবং ক্ষয় রোধ করতে ভিটামিন ডি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩) দেহের প্রোটিনকে রক্ষা করতে ভিটামিন ডি দারুন উপযোগী, তাই এটি দেহের পেশির কোষগুলিকে সুস্থ রাখে। এর ফলে বয়সকালে ওজন কমে যাওয়ার আশঙ্কা কমে এবং শরীর ভাল থাকে।

৪) ভিটামিন ডি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের খুব ভাল একটি উত। এই অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট জাতীয় পদার্থ শরীরকে নানা ধরনের ক্ষতিকর বিক্রিয়া থেকে রক্ষা করে। ফলে প্রোটিন, হরমোন, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ডিএনএ-র মতো উপাদানগুলি রক্ষা পায়।

৫ খাবার: সন্তানকে খাওয়ালে উচ্চতা, ওজন নিয়ে ভাবতে হবে না

কৈশোর আর তারুণ্যের মাঝের সময়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে শরীরের যত্ন কেমন হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে বয়স বাড়লে স্বাস্থ্য কেমন থাকবে। তাই এই বয়সে খাওয়াদাওয়ায় বাড়তি নজর দেওয়া জরুরি। সন্তানের যত্নে যাতে কোনও ত্রুটি না থেকে, সে দিকে কড়া নজর থাকে বাবা-মায়ের। কারণ, বেড়ে ওঠার সময়ে সঠিক পুষ্টি পাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

স্বাস্থ্যকর খাবার না খেলে ওজনও অনেক সময়ে বয়সের তুলনায় কম হওয়ার ঝুঁকি থাকে। প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তবে কোন বয়সে কোন খাবার খেলে সঠিক পুষ্টি পাবে শরীর, তা বোঝা সম্ভব হয় না। পুষ্টিবিদরা কয়েকটি খাবারের কথা জানিয়েছেন। যেগুলি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খাওয়ালে সুস্থ থাকবে শরীর।

দুগ্ধজাত খাবার

দুগ্ধজাত খাবারে ক্যালশিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। হাড়ের খেয়াল রাখতে তাই দুগ্ধজাত খাবার বেশি করে খেতে হবে। দুধ, ছানা, পনির, দই যত ঘন ঘন খাওয়া যাবে, হাড় তত মজবুত এবং শক্তিশালী হবে। সন্তান দুধ খেতে পছন্দ না করলে অন্য কোনও খাবার খাওয়াতে হবে, যাতে ক্যালশিয়াম আছে।

বাদাম

কাঠবাদাম, চিনা বাদাম, কাজু বাদাম, আখরোট সব ধরনের বাদামে স্বাস্থ্যগুণের শেষ নেই। শরীরে প্রোটিন, ফ্যাট, খনিজ পদার্থ থেকে শুরু করে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের ঘাটতি মেটাতে বাদামের উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখা যায়। বাড়ন্ত বয়সে বাদাম যত বেশি খাওয়া যাবে, প্রতিরোধ ক্ষমতা তত শক্তিশালী হবে।

মিলেটস

মিলেট হল ভিটামিন বি, ই, মিনারেলস, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রনের মতো উপাদানের সমৃদ্ধ উত। মিলেট হজম করাও খুব সহজ। বিশেষ করে বাড়ন্ত বয়সে শিশুর শারীরিক গঠন মজবুত করতে মিলেট উপকারী। এ ছাড়া, হাড় ও পেশি দৃঢ় করতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এর জুড়ি মেলা ভার।

কিনোয়া

মিলেটের মতো কিনোয়াতেও গ্লুটেন নেই। উপরন্তু কিনোয়াতে রয়েছে ভিটামিন বি, ই-এর মতো উপাদান। শিশু বেড়ে ওঠার পথে কিনোয়ার মতো খাবার কার্যকরী। ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, জিঙ্কে সমৃদ্ধ কিনোয়া পেশি থেকে হাড়, কোনও কিছুর খেয়াল রাখতে ভোলে না।

ওট

ছোট থেকেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। সে ক্ষেত্রে ওট উপকারী হতে পারে। ওটসে রয়েছে ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিন ই, জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়ামের মতো স্বাস্থ্যকর উপাদান। সুস্থ ভাবে বেড়ে ওঠায় যে উপাদানগুলি অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা পালন করে। ওট ডায়াবিটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। স্থূলতার ঝুঁকিও কমায়।

তিস্তার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মোদীর দৃষ্টি আকর্ষণ বিজেপি-র

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : তিস্তার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি।

বিজেপি-র সর্বভারতীয় মুখপাত্র এবং দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বুধবার এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, যাঁরা বর্তমানে আমাদের অঞ্চলে ঘটা ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি, আমি দার্জিলিং পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স এবং সিকিমের সেই জনগণের সাথে আমার সংহতি প্রকাশ করছি।

আমি বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সাথে যোগাযোগ করেছি। সমগ্র সিকিম, দার্জিলিং, কালেবুং, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের জন্য একটি উচ্চ-স্তরের দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিক্রিয়া দল গঠন করার জন্য তাঁদের অনুরোধ করেছি।

আমি কালেবুংয়ের জেলা সভাপতি, এনএইচপিসি আধিকারিক এবং এনডিআরএফ টিমের সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। কালেবুং, দার্জিলিং এবং সিকিমের সীমান্ত এলাকার জন্য জীবনরেখা হিসাবে কাজ করে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এর অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, এনডিআরএফ দলকে মাঝপথে থামানো হয়নি কারণ রাস্তাটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনটি এনডিআরএফ দল বর্তমানে শিলগড়হিমায় আটকে আছে। আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে যাতে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে তাঁদের প্রয়োজনীয় জায়গায় সরিয়ে নেওয়া যায়।"

একটি ভিডিও ও তিনটি ছবি যুক্ত করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "সিকিমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতি মাথায় রেখে আমরা সিকিমের মানুষের পাশে আছি।"

প্রসঙ্গ, বুধবার কাকভোরে মেঘভাঙা বৃষ্টি শুরু হয় উত্তর সিকিমে। বিপুল পরিমাণ জল লোনক হ্রদ ধরে রাখতে পারেনি। ফলে বাঁধ ভেঙে সেই জল সরাসরি চলে আসে তিস্তায়। মূলত হিমবাহ গলা জলে পুষ্ট তিস্তায় অতিরিক্ত জল ঝড়ের বেগে নীচে নেমে আসতে শুরু করে। পথে চালায় ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা।

সূত্রের খবর, জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৫ থেকে ২০ ফুট। সেনা জানিয়েছে, জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে সিংথামের কাছে বারদাং সেনা ছাউনিতে পার্ক করে রাখা ৪১টি গাড়ি।

২৩ জন সেনা জওয়ানও জলে ভেসে গিয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখনও তাঁদের কোনও খোঁজ মেলেনি। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজে নেমে পড়েছে সেনা।

তীর্থযাত্রীরা ছিল টার্গেট, হর কি পৌরিতে পুলিশের জালে ৩ ছিনতাইবাজ

হরিদ্বার, ৪ অক্টোবর (হি.স) : হরিদ্বারের হর কি পৌরিতে চুরির পরিকল্পনা করতে গিয়ে তিনজন চোরকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি ব্লেড উদ্ধার করেছে পুলিশ। হর কি পাউরিতে আসা তীর্থযাত্রীদের লাগেজ ব্যাগকে ধৃত চোরেরা টার্গেট করত বলে বুধবার পুলিশ জানিয়েছে।

ধৃত চোরেদের নাম, সোনু, অভিষেক ওরফে টিনু ও ধর্মেন্দ্র সিং। সোনুর বাড়ি দেরাদুনের রাজীবনগর দোইওয়ালার কাছে, অভিষেক ওরফে টিনু হরিদ্বারের ভীমগোদা খড়খাদি কোতোয়ালি নগরের বাসিন্দা, ধর্মেন্দ্র সিং হরিদ্বারের জগজিতপুর পীঠ বাজার থানা এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে।

সিকিমের সংকট পরিস্থিতি এড়াতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং

গ্যাংটক, ৪ অক্টোবর (হি.স) : প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রসঙ্গে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং জানান, সংকট পরিস্থিতি এড়াতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি আরও বলেন, উত্তর সিকিমের তিস্তা নদীর উৎসস্থলে তিস্তা নদীর জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় তিনি মর্মাহত ও দুঃখিত। মুখ্যমন্ত্রী এই পরিস্থিতিতে প্রশাসন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমস্ত সংস্থা এবং ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন

বুধবার তার বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং বলেন, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ রাজ্যের অনেক নাগরিককে সংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে। সরকার নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। সরকার জনগণের উদ্বেগ দূর করতে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। মুখ্যমন্ত্রী তামাং বুধবার সকালে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। তিনি বলেন, সরকার অসহায় মানুষদের সহায়তা করতে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে তিস্তায় নদীর অসংরক্ষিত এলকায়া জারি লাল সতর্কতা

জলপাইগুড়ি, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে তিস্তা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা জারি করেছে সেচ দফতর। বুধবার সকাল ১০টায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে সেচ দফতরের তরফে। সেই সঙ্গে তিস্তার দোমোহনি থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে সেচ দফর।

এদিন সকাল ১০টায় তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়েছে ৮২৫২.৪০ কিউমেক। আরও জলস্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। তিস্তার পাড় সংলগ্ন এলাকায় মাইকিং করে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে। নদীপারে থাকা লোকেদের নিরাপদে সরিয়ে দিচ্ছেন পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। স্বাভাবিকের থেকে ৩০-৩৫ ফুট ওপর দিয়ে বইতে পারে তিস্তার জল।

মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে উত্তর সিকিমের চুংথাংয়ে দক্ষিণ লোনাক হ্রদে ব্যাপক জলস্ফীতি হয়েছে। যার জেরে হ্রদের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। সেই জল ঢুকেছে তিস্তায়। জল ধরে রাখতে না পেরে তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়েছে। এতে নদীর জলস্তর অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, দেখা দিয়েছে হড়পা। সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের তিস্তা সংলগ্ন এলাকার মানুষকে সতর্ক করেছে প্রশাসন। প্রশাসনের তরফে নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা হচ্ছে। জলপাইগুড়ির দোমোহনি, কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জেও তিস্তায় জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এসডিও-বিডিওরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন।

জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল বাইক

জম্মু, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গেল একটি বাইক। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই যুবকের। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার জম্মু জেলায় দুই মোটরবাইক আরোহী একটি মারাত্মক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই যুবকের। শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় মহাসড়কে, টানেল টি ১ এবং টানেল টি ২-এর মধ্যে ঘটেছে দুর্ঘটনাটি, বান টোল প্লাজা এলাকার ঠিক সামনে।

বুধবার সকালে জেকে ০২ডিএফ - ৭৫৯০ রেজিস্ট্রেশন নম্বরের একটি মোটরবাইক দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দুই আরোহী মারাত্মক জখম হয়েছিল এবং তাদের প্রাণহীন মৃতদেহ বান টোল প্লাজার কাছে একটি খাদে পাওয়া যায়। মৃতদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

৫ অক্টোবর মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে সফরে প্রধানমন্ত্রীর, উদ্বোধন করবেন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান সফরে যাচ্ছেন। সেখানে ১৭ হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দুই রাজ্য সফরের শুরুতে মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, সেখানে তিনি রাস্তা, রেল, গ্যাস পাইপলাইন, আবাসন এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের মতো সেক্টরে ১২, ৬০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও উৎসর্গ করবেন।

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে লাইট হাউস প্রকল্পের উদ্বোধন হলে সকলের জন্য আবাসন প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি আরও শক্তিশালী হবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা - আরবানের অধীনে প্রায় ১২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্পটি এক হাজারেরও বেশি সুবিধাভোগী পরিবারকে উপকৃত করবে।

রাজস্থান সফরে গিয়ে যোধপুরে রাস্তা, রেল, বিমান চলাচল, স্বাস্থ্য এবং উচ্চ শিক্ষার মতো সেক্টরে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন ও দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে এইমস, যোধপুরে ৩৫০ শয্যার ট্রমা সেন্টার এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার হাসপাতাল ব্লক এবং প্রধানমন্ত্রী - আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশনের অধীনে সাতটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক রাজস্থান জুড়ে তৈরি করা হবে।

মহুয়াকে চ্যাঙদোলা, উপভোগ নেটনাগরিকদের

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে চ্যাঙদোলা করে দিল্লির মহিলা পুলিশ টেনে অবস্থান থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। চিৎকার করে সাংসদ চেঁচাচ্ছেন, "এ কী হচ্ছে? আমি একজন সাংসদ। আমার সঙ্গে এমন আচরণ?" কর্ণপাত নেই দিল্লি পুলিশের।

মঙ্গলবার রাতের এই ঘটনা সমাজমাধ্যমে বুধবার এই ভিডিও দেখছেন অনেকেই। কিন্তু প্রকাশ্যে মন্তব্য এড়িয়ে যাচ্ছেন। প্রকাশ্যে মন্তব্যগুলোতেও কিন্তু সমর্থন নেই মহুয়ার।

দেবীদাস গাঙ্গুলি লিখেছেন, "ঠিক করছে।"

সুপ্রতীক সেনগুপ্ত লিখেছেন, "বাংলার একজন জনপ্রতিনিধিকে এভাবে অপদস্থ করছে দেখথে হয়ত ভালো লাগছেনা। কিন্তু এই নাটকটা করছে বলেই এটা হওয়ার ছিল।" প্রীতি দে লিখেছেন, "খুব ভাল লাগল"।

মনোজ রায় স্মাইলি সহকারে লিখেছেন, "দিল্লি গমন বুক ফুলিয়ে,,,,,দিল্লি থেকে আগমন মুখ ফুলিয়ে!"

রাজা ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সব থেকে হিট ছিল মহুয়া মাসি কে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়াটা।"

রাজৌরিতে সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজে অভিযান অব্যাহত নিরাপত্তা বাহিনীর

রাজৌরি, ৪ অক্টোবর (হি.স) : জম্মু কাশ্মীরের রাজৌরিতে সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজে অভিযান অব্যাহত রয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর। রাজৌরির এই জঙ্গলে বুধবারও এই অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা। সোমবার তিনজন সন্ত্রাসবাদীকে দেখার পর থেকেই নিরাপত্তা বাহিনী ওই জঙ্গলে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করে। এখনও সন্ত্রাসবাদীদের কোনও খোঁজ মেলেনি। সোমবার মাঝরাত থেকে গোলাগুলি বন্ধ রয়েছে। মঙ্গলবার নিরাপত্তা বাহিনী গোপনে সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজতে ড্রোনের পাশাপাশি বিমানও ব্যবহার করে। সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজতে নিরাপত্তা বাহিনীর সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে।

সোমবার বরোহের জঙ্গলে তিন জঙ্গিকে দেখা গিয়েছিল। তারপরেই নিরাপত্তা বাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। তারপরেই জঙ্গিরা নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর গুলি চালায়। এতে দুই প্যারা কমান্ডোসহ তিন সেনা আহত হয়েছিলেন। জঙ্গিরা জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল, যাদের জন্য মঙ্গলবারও তল্লাশি অভিযান অব্যাহত ছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর আধিকারিকরা জানিয়েছেন, দু থেকে তিনজন জঙ্গিকে আটক করা হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তাদের পালানোর সম্ভাব্য সমস্ত পথ আটকাতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

অভিষেককে টেনে নিয়ে যাওয়ার ভিডিওতে খুশি নেটনাগরিকরা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে টেনে দিল্লিতে মন্ত্রীর অফিসঘরের সামনের অবস্থানস্থল থেকে পুলিশভ্যানে তোলার ভিডিও বুধবার দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে।

পার্থপ্রতিম গাঙ্গুলি লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূলের চোরগুলোকে দিল্লী পুলিশ সঠিক শিক্ষা দিয়েছে।" বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "কিছুই শিক্ষা হয়নি। আরও দরকার ছিল।"

মনোজ রায় লিখেছেন, "দিল্লি প্রশাসন একদম ঠিক কাজ করেছে। দিল্লি প্রশাসনকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"সুতপা সরকার ও ইন্দ্রানী মুখার্জি পৃথকভাবে লিখেছেন, "দেখ কেমন লাগে"।

শান্তনু অধিকারী লিখেছেন, "আপনারা কত যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি আটকে রেখেছেন। তার বেলা?" গৌরব সেনগুপ্ত লিখেছেন, "সিপিএম খুব অখুশি। কারণ ওরা আরো গুরুত্বহীন হয়ে পড়ার হীনমন্যতায় ভুগছে।" বাবাই ভট্টাচার্য লিখেছেন, "ঠিক যেনো মন ভরলো না।" শিপ্রা সেন লিখেছেন, "এদের মুখে নির্লজ্জতার কথা!"

মুখ্যমন্ত্রীর জরুরি নির্দেশে উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মন্ত্রী, আমলারা

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : কাকভোরে সিকিমে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে যে বিপর্যয়ের সূত্রপাত, তা ভয় ধরাচ্ছে উত্তরবঙ্গে। কারণ, সিকিম এবং দার্জিলিং পাহাড় পেরিয়ে তিস্তা সমতলে প্রবেশ করছে জলপাইগুড়ি জেলায়। ঘটনার খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যসচিবকে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের দিকে ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গিয়েছেন মন্ত্রিসভার সিনিয়র সদস্য এবং আইএএস আধিকারিকেরা। দিল্লি থেকে সরাসরি উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক।

বুধবার কাকভোরে উত্তর সিকিমে মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়। বিপুল পরিমাণ জলরাশি ধরে রাখতে পারেনি বাঁধ। ফলে লোনক হ্রদ ফেটে পড়ে সেই জল তিস্তার বুক দিয়ে বইতে শুরু করে। এর জেরে সেই সময় সিকিমে তিস্তার জলস্তর ১৫ থেকে ২০ ফুট পর্যন্ত বেড়ে যায়। দু'কূল ছাপিয়ে নীচের দিকে ছুটতে থাকে তিস্তা।

নদীর রুদ্ররূপ এমনই ছিল যে, আশপাশে কিছুই আর অক্ষত নেই। নদীর খুব কাছাকাছি এলাকায় ছিল একটি সেনাছাউনি। তা সম্পূর্ণ ভেসে গিয়েছে। নিখোঁজ ছাউনির ২৩ জন সেনা জওয়ান। স্রোত এমনই প্রবল ছিল যে, জলের তোড়ে ভেসে যায় সেনার ৪১টি গাড়ি। এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, তাতে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তিস্তার হড়পা বানে বহু সাধারণ মানুষও নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন।

চিনা বক্সার কাছে হেরে রুপোতেই থামলেন লভলিনা!

হানঝাউ, ৪ অক্টোবর (হি.স.): প্রত্যাশা জাগিয়ে ফাইনালে পা রেখেছিলেন লভলিনা। আশা ছিল লভলিনা সোনার পদক আনবেন। কিন্তু এশিয়ান গেমস থেকে সোনা জেতা হল না লভলিনার। বুধবার চিনের বক্সার কিয়ান লি-র বিরুদ্ধে হারতে হল। রুপোতেই থামতে হল লভলিনাকে।

৭৫ কেজি বিভাগের ফাইনালে ওঠার পাশাপাশি প্যারিস অলিম্পিকের টিকিটও জোগাড় করে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ফাইনালে জয় পেলেন না। উল্লেখ্য ২০১৪ সালে এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন লভলিনা। রুপো পেয়েছিলেন টোকিও অলিম্পিকে।

দিল্লিকাণ্ড নিয়ে মমতা: বাংলার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে মরিয়া বিজেপি

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : দিল্লিতে তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে যা হয়েছে তাতে রীতিমতো ক্ষুব্ধ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে তিনি এক্স হ্যান্ডলে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেছেন। সেখানে গোটা ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশের পাশাপাশি নিন্দাও করেছেন। সমাজমাধ্যম এক্স-এ দীর্ঘ পোস্ট ইংরেজিতে লেখা হলেও শেষ দু'লাইন লিখেছেন বাংলায়।

এক্সে মমতা লিখেছেন, "আজ গণতন্ত্রের জন্য একটি অন্ধকার, অশুভ দিন। বাংলার জনগণের প্রতি বিজেপির ঘৃণা, দরিদ্রদের অধিকারের প্রতি তাদের অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হয়েছে।" তিনি আরও লিখেছেন, "প্রথমত, তারা বাংলার দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ গুরুত্বপূর্ণ তহবিল আটকে রেখেছে। আমাদের প্রতিনিধি দল যখন দিল্লিতে শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিবাদ করতে এবং জনগণের দুর্দশার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তখন তাদের সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে রাজঘাটে এবং তার পরে কৃষিভবনে। বিজেপির হাত হিসাবে কাজ করা দিল্লি পুলিশ আমাদের প্রতিনিধিদের নির্লজ্জ ভাবে হেনস্থা করেছে। যাঁদেরকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের অপরাধীদের মতো পুলিশ ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ, তাঁরা ক্ষমতার সামনে সত্য কথা বলার সাহস দেখিয়েছিল। তাঁদের ঔদ্ধত্যের কোন সীমা নেই। অহংকার তাঁদের অন্ধ করে দিয়েছে। বাংলার কণ্ঠস্বরকে দমন করতে তারা এখন সব সীমা অতিক্রম করেছে" সব শেষে তিনি লিখেছেন, "কিন্তু আমরা ভয় করব না ভয় করব না, দু'বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না।"

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর দেখা না-পেয়ে কৃষিভবনেই অবস্থান শুরু করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের অন্য নেতারা। এর পরেই তাঁদের আটক করে দিল্লি পুলিশ। তাঁদের টেনে হিঁচড়ে তোলা হয় প্রিজন ভ্যানে। নিয়ে যাওয়া হয় উত্তর দিল্লির মুখার্জীনগর থানায়। সেখানে প্রায় দু'ঘণ্টা আটকে রাখার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

অভিষেককে 'কিং অফ কমেডি' যশপাল ভাট্টির সঙ্গে তুলনা তথাগতর

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'কিং অফ কমেডি' যশপাল ভাট্টির সঙ্গে তুলনা করেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

মঙ্গলবার তৃণমূলের দিল্লি অভিযান প্রসঙ্গে এক্স হ্যাণ্ডেলে তথাগতবাবু লিখেছেন, "গাড়ি দুর্ঘটনায় যশপাল ভাট্টি মারা যেতে আমি মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম। ওঁর ফ্লপ শো আর দেখা হবে না!

এবার পশ্চিমবঙ্গের যুবরাজ আমার সেই দুঃখ মিটিয়েছেন। এখন পর্যন্ত শতাব্দীর সেরা ফ্লপ শো!"

প্রসঙ্গত, জসপাল সিংহ ভাট্টি নব্বই এর দশকের বিখ্যাত শিখ কৌতুকাভিনেতা ছিলেন।

ভেনিসে ব্রিজ থেকে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই বাস, আগুনে ঝলসে মৃত কমপক্ষে ২১

ভেনিস, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তর ইতালির ভেনিসের কাছে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্ততপক্ষে ২১ জনের। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৮ জন। আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতালির একটি যাত্রীবাহী বাস মেস্ট্রি জেলায় একটি রেলপথ অতিক্রম করার সময় আগুন ধরে গেলে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। এর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

বাসটির যাত্রীরা ফ্রান্স, ক্রোয়েশিয়া, ইউক্রেন এবং জার্মানি থেকে আসছিলেন। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, তাঁর সরকার দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে রয়েছে।

নিয়োগ মামলার তদন্তে সোমবার অভিষেককে ফের ডাকল ইডি

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : নিয়োগ মামলার তদন্তে ফের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, আগামী সোমবার তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে 'লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস' মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিষেককে গত ৩ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টার সময়ে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির হতে বলেছিল ইডি। ইডির ডাকে মঙ্গলবার যে তিনি হাজির হবেন না, আগেই তার ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

১০০ দিনের কাজে 'বঞ্চিত'দের নিয়ে দিল্লিতে গিয়েছে তৃণমূল। অভিষেকের নেতৃত্বেই সোম এবং মঙ্গলবার সেখানে চলেছে দু'দিনের কর্মসূচি।

পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির কথা জেনেও ইডি ওই দিনেই অভিষেককে হাজিরা দিতে বলেছিল। হাজিরা এড়াতে চেয়ে মঙ্গলবার হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন অভিষেক। উল্লেখ্য, নিয়োগ মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইতিমধ্যেই ডাকা হয়েছে অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কেও।

এশিয় গেমসে ভারতীয়দের সাফল্য, অভিনন্দন নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : এশিয় গেমসে ভারতীয়দের সাফল্য নিয়ে এক্স হ্যাণ্ডেলে অভিনন্দন জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিন ধরণের পদকের ছবি-সহ তিনি বুধবার লিখেছেন, "এশিয়ান গেমসে ভারত আগের চেয়ে উজ্জ্বল! ৭১ টি পদক নিয়ে, আমরা আমাদের সর্বকালের সেরা পদক সংখ্যা উদযাপন করছি, যা আমাদের ক্রীড়াবিদদের অতুলনীয় উৎসর্গ, দৃঢ়তা এবং ক্রীড়া মনোভাবের প্রমাণ। প্রতিটি পদক কঠোর পরিশ্রম এবং আবেগের জীবনযাত্রাকে তুলে ধরে। সমগ্র জাতির জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। আমাদের ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন।"

প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব নন্দনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী নীতীশের

পাটনা, ৪ অক্টোবর (হি.স) : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব নন্দনের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। বিহার জেলার গুরুয়া গ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক রাজীব নন্দনের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার।শোকবার্তায় নীতিশ কুমার জানান, রাজীব নন্দন ছিলেন একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক। তাঁর মৃত্যুতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, রাজীব নন্দনের ছোট ভাই মণিশ কুমারকে ফোন করে সান্ত্বনা দেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার, প্রাক্তন বিধায়কের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং পরিবারের প্রতিও সমবেদনা জানান।

নির্বাচন এগিয়ে আসছে সমস্ত এজেন্সি সক্রিয় হয়ে উঠবে : অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি.স.): আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তল্লাশি অভিযান নিয়ে মুখ খুললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল দাবি করে বলেছেন, 'সঞ্জয় সিংয়ের বাড়িতে কিছু পাওয়া যাবে না।' একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, '২০২৪ সালের নির্বাচন এগিয়ে আসছে এবং তাঁরা জানে যে হেরে যাবে। এগুলি তাঁদের মরিয়া প্রচেষ্টা। নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় ইডি, সিবিআই-এর মতো সব সংস্থা সক্রিয় হয়ে উঠবে।'

এদিকে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ইস্তফা চেয়ে বুধবার দিল্লিতে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বুধবার সকালে দিল্লিতে আম আদমি পার্টির দফতরের বাইরে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির নেতা ও কর্মীরা। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে কেজরিওয়ালের ইস্তফার দাবিতে সরব হন তাঁরা। বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি এদিন বলেছেন, 'আমরা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পদত্যাগের দাবিতে এখানে জড়ো হয়েছি। দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন এবং মণীশ সিসোদিয়া দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে রয়েছেন এবং অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। তাঁদের মধ্যে তিনিই সকলের মাস্টারমাইন্ড।'

বাংলাদেশে হিন্দু অবস্থা নিয়ে ফের তোপ তথাগতর

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : বাংলাদেশে হিন্দু অবস্থা নিয়ে ফের এক্স হ্যাণ্ডেলে সরব হলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বুধবার তিনি লিখেছেন, "মাথামোটা হলে প্রতিটি কথা পাখী পড়ার মতো বুঝিয়ে দিতে হয়। প্রবেশের অধিকার নেই মানে বসবাসের অধিকার নেই, যেটা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ছিল। আমাদের ঘরবাড়ি সবই বেদখল হয়ে গেছে। আমরা কোন দুঃখে কলকাতা ছেড়ে ওখানে গিয়ে থাকব ? কিন্তু পুজোর সময় সবাই ওখানে সমবেত হতেন। আর হন না।

এক্স হ্যাণ্ডেলে একটি সংশ্লিষ্ট মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তথাগতবাবু লিখেছেন, "আহা ! ইনি তো ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলেছেন যে মোল্লা-মৌলবী-মৌলানারাই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার ! সে দিন আসতে এখনো বাকি আছে, মিয়া !

টাকা দিয়ে শংসাপত্র আগে পাওয়া যেত না। ইস্ট জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এটি প্রথম চালু করে। তারপর সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।"

এক্স হ্যাণ্ডেলে অপর একটি সংশ্লিষ্ট মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তথাগতবাবু এ দিন লিখেছেন, "বাংলাদেশ প্রীতির কারণ, ওই দেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমাদের গ্রাম। হিন্দু হবার অপরাধে সেখানে আমার প্রবেশের অধিকার নেই। পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকার এক কোটির উপর হিন্দুকে দেশ থেকে তাড়িয়েছে।

এবার বোঝা যাচ্ছে মোল্লাশ্রী, কেন প্রীতি?"

মুম্বইয়ে লাইনচ্যুত লোকাল ট্রেন, শহরতলিতে রেল পরিষেবা বিঘ্নিত

মুম্বই, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : মুম্বইয়ের সেন্ট্রাল স্টেশনে লাইনচ্যুত হয়ে গেল একটি খালি লোকাল ট্রেনের কামরা। বুধবার বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ কারশেডে ঢোকার সময় ক্রসিং পয়েন্টে লোকাল ট্রেনের একটি চাকা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ট্রেনটি খালি থাকায় এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। তবে, শহরতলির রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে।

রেল সূত্রের খবর, বুধবার বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ কারশেডে ঢুকছিল একটি লোকাল ট্রেন। ট্রেন খালি ছিল, আচমকাই ট্রেনের একটি চাকা রেললাইন থেকে নীচে নেমে যায়। এই ঘটনার জেরে শহরতলির রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। রেলের অধিকারিকরা এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

বিজেপি যা বলে তাই করে দেখায় : জে পি নাড্ডা

জয়পুর, ৪ অক্টোবর (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) যা বলে তা করেই দেখায়। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। বুধবার রাজস্থানের জয়পুরে এক অনুষ্ঠানচক্রে নাড্ডা বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী সংস্কৃতি পরিবর্তন করেছেন, রিপোর্ট কার্ডের রাজনীতি শুরু করেছেন - আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা আমরা পূরণ করি।'নাড্ডা আরও বলেছেন, বিজেপি যখন কোনও ''সংকল্প পত্র'' প্রকাশ করে, এটি কেবল একটি রাজনৈতিক দলিল নয়, এটি আমাদের জন্য একটি লক্ষ্যের মতো যা আমরা অর্জন করতে চেষ্টা করি। নাড্ডার কথায়, দীর্ঘদিন ধরে, কংগ্রেস দল দেশ শাসন করেছে... তাদের নীতি ছিল প্রতিশ্রুতি দেওয়া, ভুলে যাওয়া এবং তারপর নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে নির্বাচন করা... এটাই ছিল তাঁদের সংস্কৃতি।'

ঝাড়খণ্ডের গুমলায় ট্রাক গভীর খাদে পড়ে মৃত ২, আহত ৬

গুমলা, ৪ অক্টোবর (হি.স) : ঝাড়খণ্ডের গুমলায় বক্সাইট বোঝাই ট্রাক খাদে পড়ে ২ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনায় ৬জন আহত হন।বুধবার সকালে ঝাড়খণ্ড জেলার গুমলার বিশুনপুর ব্লকের নেতারহাট উপত্যকায় বক্সাইট বোঝাই ট্রাক পাঁচশো ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। ট্রাক গভীর খাদে পড়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। ৬ জনের গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। ট্রাকটি বক্সাইট বোঝাই করে কুজাম পাঠ থেকে লোহারদাগা যাচ্ছিল। ট্রাকে চালকসহ আটজন ছিল। নেতারহাট উপত্যকায় জোহান ডেরার কাছে গাড়িটি একটি সরু বাঁকের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে খাদে পড়ে যায়। ট্রাকটি প্রায় ৫০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। মৃতদের নাম, জ্যোতিষ মুন্ডা ও সায়ুব মিয়াঁ। জ্যোতিষ মুন্ডা কোরকোটের বাসিন্দা এবং সায়ুব মিয়াঁ চাপতলির বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে বিশুনপুর পুলিশ ও গুরদারি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় গ্রামবাসীদের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে। আহতরা হলেন, নাদিম আনসারি, জনসন থিথিও, ডেভিড অসুর, নীলিমা অসুর, কমলা থিথিও, নওশাদ আনসারি। তাদের সকলকে খাদ থেকে বের করা হয়েছে। প্রত্যেককে বিষ্ণুপুরের কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর সদর হাসপাতালে রেফার করে।

জল্পনা

● প্রথম পাতার পর

ল্যান্ড বিষয়টি নতুন করে মাথা ছাড়া দিয়ে উঠছে। এই দাবিতে মাথার ডাকা ১২ ঘন্টার বনধের সফলতা নিয়ে শাসকদলের মধ্য চর্চা শুরু হয়েছে। ২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে মথাকে কব্জা করার নানা কৌশল গ্রহণ করেছে শাসক দল বিজেপি এমনটাই ধারণা তথ্যবিজ্ঞ মহলে। পূর্ব ত্রিপুরা আসন পেতে হলে মথাকে হাতে নিতে হবে। শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যেও এ নিয়ে নানা ধরনের ললিপপ দেখানো শুরু হয়ে গেছে। কেউই চাইছেন দলের বেটন তুলে দিতে আবার কেউ চাইছে গ্রেটার তিপ্রা লেন্ডের নামে এডিসির হাতে অধিক ক্ষমতা দিয়ে মথা কে দলে টানতে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে সময়ই তার উত্তর মিলবে। তবে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানালেন কাল মুখ্য সচিবের সঙ্গে তিনি দেখা করছেন। তারপরেই গোটা বিষয়টি সেক্রেটারি জানিয়ে দেবেন। তিনি বলেন এডিসির উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় একটি ফাইল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দিয়েছেন। রাস্তা উন্নয়নের জন্য এক কোটি ১৮ লাখ টাকা পেয়েছে এডিসি প্রশাসন। অথচ ৯৬০ কিলোমিটার রাস্তা করার মত কোন অর্থ এডিসির হাতে। এ বিষয়ে তিনি কথা বলবেন নীতি আয়োগ এর সঙ্গে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

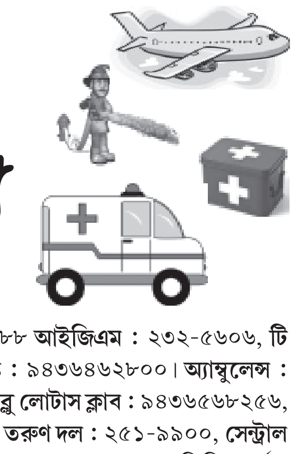

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সেনা জওয়ান

● প্রথম পাতার পর

বন্যার প্রেক্ষিতে নামচিতে অনেক রাস্তা অবরুদ্ধ বা ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল। রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (এসএসডিএমএ) মতে, মাঙ্গান জেলার চুংথাং টুং ব্রিজ ভেঙে পড়ার পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ফিদাং ও ডিকচুতে বেশ কয়েকটি বাড়ি ভেসে গেছে এবং ছয়জন নিখোঁজ হয়েছে বলে জানা গেছে। গ্যাংটকে, বৃষ্টি-সম্পর্কিত ঘটনার কারণে চারজন আহত হয়েছেন এবং তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। নামচি জেলার ৫০০ জনেরও বেশি লোককে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ত্রাণ শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সিকিম সরকার রাজ্যে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে এবং জনগণকে তিস্তা নদী থেকে দূরে থাকতে আবেদন জানিয়েছেন। পাকিয়ং, গ্যাংটক, নামচি এবং মাঙ্গান জেলার সমস্ত স্কুল ৮ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারতের আবহাওয়া বিভাগ গ্যাংটক, গ্যালশিং, পাকিয়ং এবং সোরেং জেলায় আগামী দুই দিনের জন্য ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে। মাঙ্গান ও নামচি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি প্রশাসন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে নদীর নিম্ন ক্যাচমেন্ট এলাকা থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এখনও পর্যন্ত ১০,০০০ মানুষকে নিচু এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের লোকদের কাছে 'সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখার' জন্য আবেদন জানিয়েছেন এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে 'কালিম্পং, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার লোকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে'। তিনি সিকিমে মেঘ বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে হেল্পলাইন নম্বর সহ দুটি কন্টোল রুম স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন যা পশ্চিম বঙ্গের উত্তর জেলাগুলিতেও প্রভাব ফেলেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি কলাম উদ্ধার অভিযানে সহায়তার জন্য কালিম্পংয়ে রিকুইজিশন করা হয়েছে এবং মোতায়েন করা হয়েছে।এই বছরের জুনের শুরুতে, উত্তর সিকিম জেলা ভারী বর্ষার কারণে একটি বিধ্বংসী আকস্মিক বন্যার সম্মুখীন হয়েছিল। পেগং এলাকায় বন্যাটি বিশেষভাবে মারাত্মক ছিল, যার ফলে এন এইচ ১০ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং মহাসড়কের ধারে অবকাঠামোর উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়, যা কোনো যানবাহন চলাচলের জন্য এটিকে অনিরাপদ করে তোলে। তীব্র বৃষ্টিপাতের কারণে নিকটবর্তী নদীগুলির জল উপচে পড়ার ফলে লাচেন এবং লাচুং-এর মতো অঞ্চলগুলি রাজ্যের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আকস্মিক বন্যার ফলে এই অঞ্চলে প্রায় ২৪০০ পর্যটক আটকা পড়েছিল এবং উদ্ধার অভিযানের জন্য সেনাবাহিনীকে ডাকা হয়েছে।

মারধোর

● প্রথম পাতার পর

ও কৈলাসহর-কুমারঘাট সড়ক অবরোধ করেন ট্রাক চালকরা।

সকাল সাতটা থেকে ট্রাক চালকরা অবরোধে বসেন। অবরোধের কারণ সম্পর্কে এক ট্রাক চালক বলেন, পুজোর চাঁদার জন্য জুলুমবাজি, গাড়ি ভাঙচুর ও চালকদের গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করা হচ্ছে। প্রত্যেক গাড়ি থেকে চার-পাঁচ হাজার টাকা দাবি করা হচ্ছে। এত পরিমাণ টাকা চালকরা কোথা থেকে দেবেন। ট্রাক চালকরা বলেন, তাঁদের একটাই সম্পদ কৈলাসহর সীমান্ত। যেখান থেকে তাঁরা বাংলাদেশ থেকে আসা বিভিন্ন জিনিস ট্রাকে করে রাজ্য সহ বহিঃরাজ্যে নিয়ে যান।

আগে প্রত্যেক দিন ৩০ থেকে ৩৫ গাড়ি মাল তোলা যেত। পুজোর চাঁদার জুলুমে আগরতলা ও করিমগঞ্জের (অসম) ব্যবসায়ীরা চলে গেছেন। এখন চার থেকে পাঁচ গাড়ি মাল তোলা সম্ভব। সামনে এত বড় একটা উৎসব দুর্গপুজো। কীভাবে আমরা এ উৎসব পালন করব। আমরা চোখে পথ দেখছি না। আমাদের চোখের সামনে সব অন্ধকার। শ্রমিক, চালক, সহচালক, মালিক মিলিয়ে প্রায় দেড়শো পরিবার এই কাজের সাথে যুক্ত। এভাবে যদি মাল না আসে তা-হলে এই দেড়শো পরিবারের পেটে টান পড়বে। বিশেষ করে কমলপুর ও কদমতলা এলাকার ক্লাবের সদস্যরা ট্রাক চালকদের মারধর করছেন।

তিন চার দিন আগে কদমতলায় একটি ট্রাক ভাঙচুর করা হয়। চালকের মানিব্যাগ সহ ড্রাইভিং লাইসেন্স, আধার কার্ড, আই কার্ড ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। কমলপুর থানা ও কদমতলা থানায় চালকরা এফআইআর করতে গেলে থানা মামলাও রাখছে না। সেখানে প্রশাসন ট্রাক চালকদের পাত্তাই দিচ্ছে না। ট্রাক চালকদের বাড়ি কৈলাসহরে, তাই বাধ্য হয়ে আজ কৈলাসহরে পথ অবরোধ বসেছেন তাঁরা।

চার পাঁচ দিন আগে কৈলাসহর থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে এক ট্রাক চালককে মারধর করা হয়। পাঁচটি মাছের কার্টুন ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেগুলির বাজারমূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা। মালিকরা এখন ট্রাক আটকে রেখেছেন, চালকদের চালানোর জন্য দিচ্ছে না। মালিকরা ভাবছেন চালক চুরি করেছে, অথচ ক্লাব নিয়েছে মাছের কার্টুনগুলো। ট্রাক চালকরা এখন বিচার চাইছেন। এভাবে চলতে থাকলে কৈলাসহর সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে দেড়শো পরিবারের পেটে টান পড়বে। তাঁরা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে নিতে চাইছেন। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ পুলিশ ও শাসকদলের প্রতিনিধিদের আশ্বাসে অবরোধ মুক্ত হয়। অবরোধের ফলে বিভিন্ন যান-চালক সহ হাজারের অধিক যাত্রীর রাস্তার দু-ধারে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে।

সুশান্ত

● প্রথম পাতার পর

পরিষেবা চালু করার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আজ সচিবালয়ে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। ই-বাস চালু করার জন্য বিভিন্ন বাস ডিপোতে মাল্টিমডেল ইন্টারচার্জ পরিষেবার খুবই প্রয়োজন।

রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের অন্যান্য শহরগুলিতে এই ই-বাস পরিবহণ পরিষেবা চালু হলে শহরের বাসিন্দারা আরও উন্নত পরিষেবা পাবেন এবং সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার আরও উন্নতি হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। এই ই-বাস সার্ভিস শুরু হলে শব্দদূষণ এবং বায়ু দূষণ কমবে। তিনি আরো বলেন, এই ই-বাস পরিষেবা চালু হলে এই প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন অনেকেই। ফলে একদিকে যেমন পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হবে তেমনই কাজও পাবেন বহু মানুষ। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই উদ্যোগটি পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কথা ভেবেই নিয়েছেন। আমাদের রাজ্যে, বৈদ্যুতিন পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসারে এই প্রকল্পটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে। তাছাড়া, এটি জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব একটি পরিবহণ ব্যবস্থা রূপে আমাদের রাজ্যের শহরগুলির পরিবেশকে আরও উন্নত করে তুলবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ্যে সোলার গ্রিড পাওয়ার, ফ্লোটিং সোলার, ক্যানেল সোলার রুফ টপ সোলার, মাইক্রো গ্রিড সোলার ইত্যাদি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ডম্বুর জলাশয়ে ১৩০ মেগাওয়াট ফ্লোটিং সোলার প্যানেল স্থাপনের জন্য ট্রেড়া ইতিমধ্যেই এনটিপিসি'র সাথে মৌ স্বাক্ষর করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বর্তমানে দেশের শক্তি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার গ্রাম শহরে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার একটি অনুকূল শিল্পনীতি রয়েছে। একে ভিত্তি করেই রাজ্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে দেশ বিদেশের উদ্যোগীদের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

আশীষ

● প্রথম পাতার পর

দোকান তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এক ধ্বংসলীলা তান্ডব শুরু হয়েছে। ইতিপূর্বে পুরো নিগমকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু পুর নিগম কর্ণপাত না করায় আগামী ৭ই অক্টোবর পুর নিগম অভিযানে নামছে সদর জেলা কংগ্রেস বলে জানান আশিস বাবু।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সহ সুস্থায়ী, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সহ সুস্থায়ী, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন। আজ আগরতলার হলিক্রস স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত 'সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট : এন অ্যাফোর্ট টুওয়ার্ডস এ বেটার টুমরো' শীর্ষক প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, সুস্থায়ী উন্নয়নের মধ্য দিয়ে উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব। এজন্য চাই সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০'র মূল ভাবনা ছিল 'বসুধৈব কুটুম্বকম' আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা এক বিশ্ব এক পরিবার ও এক ভবিষ্যতের অংশ। এই প্রাচীন দর্শনেও প্রতিফলিত হয় পৃথিবী একটি পরিবার এবং একে অপরের সাথে যুক্ত ও নির্ভরশীল।

এদিন তিনি আরও বলেন, জি-২০ সম্মেলনে শক্তিশালী, সুস্থায়ী, অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন ও ভারসাম্যপূর্ণ বৃদ্ধি বিষয়গুলিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল যা আমাদের ভাবনা ও নীতির সাথে সম্পৃক্ত। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সহ সুস্থায়ী, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সকলকে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, হলিক্রস স্কুলের এই ধরণের উদ্যোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ববোধ ও সচেতনতাকেই প্রতিফলিত করে। ইন্টার স্কুল সায়েন্স এবং হিউম্যানিটিস প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় আগরতলার প্রায় ১৫টি স্কুল অংশগ্রহণ করছে। প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় উপস্থাপিত উদ্ভাবনী বিষয়গুলি তরুণদের মেধা ও দক্ষতা বিকাশে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

করিমগঞ্জে দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনিক সভা

করিমগঞ্জ (অসম) ৪ অক্টোবর (হি.স.).: আসন্ন দুর্গা পূজা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে বুধবার করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদবের পৌরহিত্যে তার কার্যালয়ের সভাকক্ষে বুধবার সকাল ১১ টায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এ এস টি সির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, করিমগঞ্জের পৌরপতি রবীন্দ্র চন্দ্র দেব, বিজেপি দলের জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, উপ পৌরপতি সুখেন্দু দাস, পুলিশ সুপার পার্থ প্রতিম দাস, ডিডিসি দীপক জিডুং, এডিসি ধ্রুবজ্যোতি দেব, ধ্রুবজ্যোতি পাঠক, উদয় শঙ্কর দত্ত, মিনার্ভা দেবী আরামবাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রতাপ দাস, সব চক্র আধিকারিক, সহকারি আয়ুক্তগণ, বিএসএফের কর্মকর্তা, বিভাগীয় আধিকারিক, ওয়ার্ড কমিশনারগণ সহ পূজা কমিটির কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বিগত বছরের দুর্গোৎসবের সিদ্ধান্তগুলি পাঠ করে শুনানো হয়। তারপর আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুসারে পূজা কমিটি গুলিকে নিয়ম ও দায়িত্ব জানিয়ে দেওয়া হয়ে। এতে জানানো হয়েছে যে সব পূজা কমিটি সংশ্লিষ্ট সার্কল অফিস থেকে আগামী ১৫ অক্টোবরের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করবে। এর জন্য তাদেরকে পূজা কমিটির সভাপতি ও সচিবের টেলিফোন নম্বর সহ নাম তথা যে কোন দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য পূজা প্যান্ডেলের রাত্রিযাপন করা স্বেচ্ছাসেবকদের ফোন নম্বর সহ নামের তালিকা জমা করতে হবে। পাশাপাশি পূজা কমিটি গুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে যে তারা ক্লাবের বা কমিটির নাম বিসর্জনের তারিখ সময় ও স্থান উল্লেখ করে একটি ডিক্লেয়ারেশন জমা করবে। প্রতিটি পূজা কমিটি যেকোন জরুরীকালীন পরিস্থিতির জন্য পূজা মন্ডপে বালি, জল ও অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম ও পর্য্যাপ্ত সংখ্যক ডাস্টবিন পূজা মন্ডপের পাশে রাখবে। ওই ডাস্টবিন থেকে পৌরসভার সাফাই কর্মচারীরা আবর্জনা সংগ্রহ করবে এবং পূজা মন্ডপের আশেপাশে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে।পূজা কমিটি গুলিকে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগাতে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে কোন ধরনের অবাঞ্চিত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। পূজা কমিটিগুলিকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জেনারেটর রাখতে বলা হয়েছে যাতে পূজা নির্বিঘ্নে উদযাপন করা সম্ভব হয়। পূজা কমিটি গুলিকে যানবাহন রাখার জন্য একটি অস্থায়ী পার্কিং স্থলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ ধরনের পার্কিং এর স্থান রাস্তা এবং মণ্ডপ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে এবং ভালভাবে আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। পূজা কমিটি গুলিকে মন্ডপে প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য পৃথক গেইটের ব্যবস্থা এবং পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ব্যারিকেডের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। পূজা কমিটি গুলিকে মণ্ডপে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য উৎসবের এক সপ্তাহ আগে এপিডিসিএল থেকে অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে। পূজা কমিটি গুলিকে সুনিশ্চিত করতে হবে যে মন্ডপের ভিতরে ও বাহিরে যাতে একসাথে ভক্তদের অত্যাধিক ভিড় না হয় এবং সেচ্ছাসেবকরা ভিড় সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। পাশাপাশি মুখ্য স্থানগুলিতে দিশা নির্দেশ ও সঠিক সাইনিজ টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে।পূজা কমিটি গুলিকে রাস্তার প্রবেশ পথ ও মুখ্য রাস্তা অবরোধ মুক্ত রাখতে হবে, যাতে প্রয়োজনে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্স বিনা বাধায় চলাচল করতে পারে। যদি দাবি বিহীন বা পরিত্যক্ত কোন ব্যাগ, সুটকেস ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয় তবে পূজা কমিটিকে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ কন্ন্টোলরুমে জানাতে বলা হয়েছে। পূজা মন্ডপের আশেপাশে কোন ধরনের অস্থায়ী স্টল বা চাট হাউস ইত্যাদি স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশন থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে হবে। এতে আরও জানানো হয়েছে যে পূজা ও বিসর্জনের দিনগুলিতে রাস্তার পাশে কোন ধরনের সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রম, ব্যান্ড, অর্কেস্ট্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত না করা পূজা কমিটি গুলিকে সুনিশ্চিত করতে হবে।পূজা কমিটিকে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশ অনুসারে ১০ ডেসিবেল থেকে অধিক শব্দ মাত্রায় রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত কোন লাউডস্পীকার ও মাইক ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এদিকে পূজা কমিটিকে বিসর্জনের দিন প্রতিমা নিয়ে শোভা যাত্রার সময় কোন ধরনের উচ্চ শব্দ মাত্রার ও অশালীন সঙ্গীত ও নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশন থেকে বিরত থাকা সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে এ ধরনের কার্য্যকলাপ জনগণের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত না করে। এ ব্যাপারে পূজা কমিটির সভাপতি ও সচিবকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিমা বিসর্জন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মনে প্রানে সচেষ্ট থাকতে হবে। সভায় জেলাশাসকসহ প্রতিজন বক্তা উচ্চ শব্দ মাত্রায় ডিজে ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে এবং যথাসময়ে প্রতিমা বিসর্জন করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। পাশাপাশি পুজোর দিনগুলিতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ থেকে শহরে তিন বেলা জল সরবরাহ করা হবে এবং শহরের সড়কগুলির মেরামতি শীঘ্রই শুরু হচ্ছে বলে জানানো হয়।এদিকে শহরের বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশে বিপদজনকভাবে থাকা গাছের ডাল শীঘ্রই কেটে ফেলতে এবং ঝুলে থাকা বিদ্যুতের তার শীঘ্রই সারাই করতে জেলাশাসক নির্দেশ দেন। এতে পুলিশ সুপার পূজা কমিটির কর্মকর্তাদের পূজা মণ্ডপ ও সংলগ্ন এলাকায় পর্য্যাপ্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করতে আহ্বান জানান যাতে কোন ধরনের অবাঞ্চিত ঘটনা এড়ানো এবং যানবাহন চলাচল সুচারু রূপে চলাচল সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি, তিনি মন্ডপের চতুর্দিকে পর্য্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতেও আহ্বান জানান যাতে মন্ডপের সবদিকে নজরদারি রাখা যায়। এতে তিনি আরও জানান যে আইনশৃঙ্খলা ও অন্যান্য যেকোনো পরিস্থিতিতে যোগাযোগের জন্য একটি পুলিশ কন্টোল রুম কার্য্যকরি থাকবে, যার মোবাইল নম্বর হচ্ছে ৮০৯৯৬৬২২৭৫। এছাড়া পুজার দিনগুলিতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও একটি পৃথক কন্টোল রুম কার্য্যকরী করা হবে বলে জানানো হয়।

নয়া বিশ্ববিদ্যালয় যেন রুগ্ন শিশু, এখনও আঁতুরঘরে

দার্জিলিং, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : গ্রীনফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৮-এর অধীনে ২০২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দার্জিলিং হিলস ইউনিভার্সিটি। এই মুহূর্তে সেখানে কেবল নেই নেই রব। কিছু ছাত্র ভর্তি হয়েছে। কিন্তু অনলাইনে হচ্ছে পঠনপাঠন। কবে অফলাইনে শুরু হবে, কেউ জানেন না। দীর্ঘদিন ধরে উপাচার্য দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তজেলে।২০২১ সালের নভেম্বরে সুবীরেশ ভট্টাচার্যকে প্রথম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এটি নেপালি, ইংরেজি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গণযোগাযোগ এবং গণিতের পাঠ্যক্রম আছে।সেখানে কোনও আধিকারিক বা কর্মী আজও নিয়োগ করা হয়নি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের একাংশকেই সে কাজ দেখতে হয়। ২০২২-এর ১৯ সেপ্টেম্বর দীর্ঘ জেরার পর এসএসসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান, তৃণমূলের কাছের লোক সুবীরেশবাবুকে সিবিআই গ্রেফতার করে।

সম্প্রতি রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আচার্য তথা রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব দেন। গুছিয়ে বসতে না বসতেই দু'দিন আগে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করার নির্দেশিকা দিয়েছেন।

রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের প্রতিনিধি হয়ে পরিদর্শনের কাজে উত্তরবঙ্গের বাইরে যাচ্ছেন। ফিরে এসে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেবেন। এ দিকে, উপাচার্য সূত্রের জল্পনা তৈরি হলেও দার্জিলিং লিস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার নির্দেশিকা এখনও অবধি আসেনি।উপাচার্য না থাকায় দার্জিলিং হিলস ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির প্রক্রিয়াও চালানো যায়নি এ বছর। হিলস ইউনিভার্সিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে পরীক্ষা বা ভর্তির প্রক্রিয়ার 'অনলাইন' ব্যবস্থা যে সংস্থা দেখভাল করেছে, তাদের টাকার একাংশ বকেয়া রয়েছে। তাই ফের নতুন ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে খরচের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য বরাদ্দ অনুমোদন করলে তবেই সেই কাজ করা সম্ভব।সেই সঙ্গে এখনও ক্লাসঘরের ব্যবস্থা না হওয়ায় 'অনলাইন' পড়াশোনাই চলছে। এই ব্যবস্থায় বিপাকে পড়ার আশঙ্কায় অনেকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার উৎসাহ হারিয়েছেন। এ বছর ভর্তির প্রক্রিয়া কবে থেকে শুরু হবে এবং সে প্রক্রিয়া শুরু হলেও পড়ুয়ারা ভর্তি হতে কতটা উৎসাহী হবেন, তা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এখনও অবধি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্ট্যাটুট' এবং কর্মসমিতিও তৈরি হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, সব কিছু ঠিক থাকলে নতুন উপাচার্য তথা অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস সি এম রবীন্দ্রন বৃহস্পতিবার উপাচার্য পদে যোগ দেবেন। কিন্তু গত চার মাসের মধ্যে এ ভাবে বার বার উপাচার্য বদল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পড়ুযা, শিক্ষাকর্মী ও আধিকারিকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে এবং অসন্তোষ দানা বেঁধেছে।

হাসপাতাল

● আটের পাতার পর

নেশামুক্তি কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এজন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানও রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুমান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মতো রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা নামে একটি স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ডা. শঙ্কর দাস। তাছাড়াও বক্তব্য রাখেন আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. অনুপ কুমার সাহা। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব ড. দেবাশিস বসু, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ড. ডি. কে. চাকমা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সুপ্রিয় মল্লিক, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অ'ন দাস প্রমুখ। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন জিবিপি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের এইচওডি ডা. অরুনাভ দাসগুপ্ত।

পিনাকি

● আটের পাতার পর

জন্য ১০০ শতাংশ চেষ্টা করবেন।তাঁর কথায়, দলের পক্ষ থেকে যখন যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা নিষ্ঠার সাথে পালন কররা চেষ্টা করে থাকেন। এদিন তিনি আরও বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রত্যেক মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করবেন তিনি।

অভিযুক্ত আটক

● প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত, প্রসঙ্গত, গত ২৯ জুন প্রকাশ্য দিবালোকে বলদাখাল ব্রীজ এলাকায় নন্দু সরকার(৪০)-কে পিটিয়ে খুন করা হয়েছিল। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। মৃতের স্ত্রী সোনালী দেব সরকার অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামীকে গরু চোর অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। তাছাড়া মৃতের ভাই বলেন, ওই এলাকায় নন্দু পশু প্রেমী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কখনো কোন অসামাজিক কাজের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন না। তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মৃতার স্ত্রী সোনালী দেব সরকার পূর্ব থানায় ভারতীয় দন্ডবিধি ৩০২ ধারায় মামলা দায়ের করেছিলেন। সাথে সাথে পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল। পুলিশী তদন্তে হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত বলদাখাল এলাকার বাসিন্দা তিন যুবককে আটক করেছিল পুলিশ। কিন্তু হত্যা কাণ্ডের সাথে জড়িত মূল অভিযুক্তকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। সে দীর্ঘ তিন মাস যাবৎ পলাতক ছিল। আজ হত্যা কাণ্ডের সাথে জড়িত মূল অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ। এ বিষয়ে পূর্ব থানার ওসি রাণা চ্যাটার্জী বলেন, গত ২৯ জুন প্রকাশ্য দিবালোকে গরু চোর সন্দেহে নন্দু সরকার নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত চারজন অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত খুন করার আসল কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাঁদের আজ পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।কারণ পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ওই হত্যাকান্ডে একাধিক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। তাদেরকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে অনেক তথ্য এবং খুনের কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

চিকিৎসকরা

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে সামিল হতে গিয়ে লিফট মাঝপথেই বিকল হয়ে পড়ে। টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে আজ মাঝপথে লিফট আটকে পড়ে বলে জানিয়েছেন তিনি।

অঙ্গন

ফুটবলারদের শাস্তি দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, ভূমিকা নিতে হবে টিএফএ-কেই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। ফুটবলারদের এক বছরের জন্য লিগে খেলার সাসপেন্ড করার মধ্য দিয়ে কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এর জন্য টিএফএ কে বিষয়টা নিয়ে আরও গভীর চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। কেননা খেলোয়ার হিসেবে ফুটবলাররা নিশ্চয়ই সচেতন। সন্তোষ ট্রফিতে রাজ্যের হয়ে খেলে আসার বেনিফিট কি সেটাও তাদের ভাবিয়ে তোলে। বিগত সময়ে সন্তোষ ট্রফিতে রাজ্যের হয়ে অংশগ্রহণ করে এসেছে এমন অনেক ফুটবলারই রয়েছেন, কিন্তু শারীর শিক্ষকের চাকরি বা ফুটবল কোচের দায়িত্ব হোক, কোনও কিছুতে তেমন কোন বেনিফিশিয়ারি হচ্ছেন বলে ফুটবলারদের জানা নেই। পক্ষান্তরে খেপ ম্যাচ খেললে তাৎক্ষণিক কিছু অর্থকরী সুবিধা তাদেরকে প্রলুব্ধ করে। স্বাভাবিক কারণে সন্তোষ ট্রফির মত জাতীয় আসরে রাজ্য দলের হয়ে খেলার অনাগ্রহ বা অনীহা থেকেই যাচ্ছে। এর থেকে উত্তরণের পথে যেতে গেলে টিএফএ-কেই উপযুক্ত ভূমিকা নিতে হবে। বিভিন্ন লিগ টুর্নামেন্টের স্পন্সরের থেকে বা অন্যান্য সোর্স থেকে প্রাপ্ত অর্থ রাশি রাজ্য দল গঠন এবং তাদের বর্ধিত হারে ম্যাচ-মানি প্রদান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে খেলোয়াড়দের সামনে আকর্ষণীয় অফার বা বেনিফিট তুলে ধরা আবশ্যক বলে ফুটবল মহলের ধারণা।

এদিকে যা ঘটলো, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সন্তোষ ট্রফি জাতীয় ফুটবলের জন্য রাজ্য দল গঠনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক বাছাইকৃত ২২ জন ফুটবলারকে সিলেকশন ট্রায়ালে ডাকা হলেও সাত জন ফুটবলার কোনও রকম কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে রিপোর্ট করেননি। তারা হলো: বিকন চাকমা, আর স্টাপোস, এলটন ডারলং, অমিত জমাতিয়া, শান্তা জয় রিয়াং, সুমিত ধানুক ও ক্যালভিন ডারলং। স্বাভাবিক কারণে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বৃন্দ ওই সাতজন ফুটবলারের প্রতি এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছে যে, আগামী এক বছরের জন্য তাদেরকে টুর্নামেন্ট থেকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, মাঠে রিপোর্ট করা ১৫ জন ফুটবলারের মধ্যে আটজন ফুটবলার সিলেকশন ট্রায়াল ক্যাম্পে অনিয়মিত উপস্থিতি থেকে একদিকে অসহযোগিতার ইঙ্গিত দিয়েছেন, অপরদিকে অন্যত্র বিভিন্ন খেপ খেলার মধ্যে নিজেদেরকে জড়িয়ে রেখেছেন। তারা হলো: অলক জমাতিয়া, বিশাল জমাতিয়া, চুকথার জমাতিয়া, লালবাঙ্গা ডারলং, রজনীকান্ত ত্রিপুরা, মনীষ দেববর্মা, রাজদীপ দে, সঞ্জীব শীল। এ ব্যাপারেও টিএফএ এই আটজনের বিরুদ্ধে সাত দিনের মধ্যে উত্তর চেয়ে শো-কজ নোটিশ পাঠাবে বলে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সচিব অমিত চৌধুরী ব্যক্ত করেছেন।ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

Govt. of Tripura
Teliamura Sub-Divisional Hospital
Khowai District, Tripura.

Invitation

Inauguration of Operation Theatre will be held on 05/10/2023 at Teliamura Sub-Divisional Hospital, Khowai, Tripura at 1.00 PM.

Inaugurator & Chief Guest : Prof. (Dr.) Manik Saha, Hon'ble CM, Govt. of Tripura.

Guest of Honour : Sri. Bikash Debbarma, Hon'ble Minister, Govt. of Tripura.
Smt. Kalyani Saha (Roy), Hon'ble Chief Whip, Tripura Legislative Assembly.
Sri. Pinaki Das Chowdhury, Hon'ble MLA, Tripura Legislative Assembly.

Special Guest : Sri Rupak Sarkar, Chairperson, Teliamura Municipal Council
Smt. Jamuna Das (Roy), Chairperson, Teliamura Panchayat Samiti.
Dr. Debasish Basu, IAS, Principal Secretary of Health, Govt. of Tripura
Dr. Supriya Mallik, Director of Health Service, I/C Govt. of Tripura.
Smt. Chandni Chandran, IAS, DM & Collector, Khowai District.
Dr. Nirmal Sarkar, CMO, Khowai District.
Sri Abhijit Chakraborty, Sub-Divisional Magistrate, Teliamura.

Your Kind presence is highly solicited

Date : 05/10/2023
Time : 1.00 pm

Convenor
Dr. Chandan Debbarma
Sub-Divisional Medical Officer
Teliamura Sub-Division
Khowai, Tripura.

ICA/D-1067/23

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
৬ই অক্টোবর, ২০২৩, বিকাল ৪ ঘটিকা
রাজঘাট মুক্তমঞ্চ, মেলাঘর, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা

সুধী,

আগামী ৬-৮ অক্টোবর, ২০২৩ মেলাঘরের রাজঘাটে পর্যটন দপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি, মেলাঘর পৌর পরিষদ ও সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী নীরমহল জল উৎসব, ২০২৩ অনুষ্ঠিত হবে। ৩ দিন ব্যাপী এই উৎসব উপলক্ষে দুরপাল্লার সাঁতার, নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা, [illegible] প্রতিযোগিতা, বাইক র‍্যালি ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন -

উদ্বোধক : শ্রী সুশান্ত চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী, পর্যটন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
মুখ্য অতিথি : শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, মাননীয় মন্ত্রী, সমবায় দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
সম্মানিত অতিথি : শ্রী কিশোর বর্মন, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
: শ্রী বিন্দু দেবনাথ, মাননীয় বিধায়ক, ত্রিপুরা বিধানসভা
: শ্রী [illegible], মাননীয় সহকারী সভাধিপতি, সিপাহীজলা জিলা পরিষদ
: শ্রী [illegible] ত্রিপুরা, মাননীয় সদস্য, ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জিলা পরিষদ
বিশেষ অতিথি : শ্রী উত্তম কুমার চাকমা, সচিব, পর্যটন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
: ডাঃ বিশাল কুমার, আই এ এস, জেলাশাসক ও সমাহর্তা, সিপাহীজলা জেলা
: শ্রী [illegible], ভাইস চেয়ারপার্সন, মেলাঘর পৌর পরিষদ
: শ্রী [illegible] দাস, ভাইস চেয়ারম্যান, মোহনভোগ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক, সিপাহীজলা জেলা
: শ্রী পরমেশ্বর দাস, সম্পাদক, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি
: শ্রী দেবব্রত ভট্টাচার্য, সমাজ সেবক
: শ্রী বিশ্বজিৎ দাস, সমাজ সেবক
সভাপতি : শ্রীমতী অনামিকা ঘোষ পাল দাস, চেয়ারপার্সন, মেলাঘর পৌর পরিষদ।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

ভবদীয়,
[illegible]
(আহ্বায়ক)
মুখ্য আধিকারিক, পর্যটন দপ্তর

ICA/D-1075/23

খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে নামছে ব্রিটিশ বাহিনী

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি.স.): এবারের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে খেলতে নামছে। এর আগে ১৯৭৯, ১৯৮৭ ও ১৯৯২ বিশ্বকাপে রানার্স আপ তারা।এবার জস বাটলারের নেতৃত্বে বিশ্বকাপে খেলতে নামছে তারা। এখন পর্যন্ত ওয়ান ডে বিশ্বকাপে মোট ৮৪টি ম্যাচ খেলেছে ইংল্যান্ড। জয় পেয়েছে ৪৯ ম্যাচে। ৩৩ ম্যাচ হারতে হয়েছে। ১টি টাই ও ১টা ম্যাচে কোনও ফল নির্ধারণ হয়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতে আয়োজিত এবারের বিশ্বকাপে অন্যতম হট ফেভারিট বাটলার বাহিনীই।

সাম্প্রতিক ফর্ম:

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বৃষ্টিবিঘ্নিত ৩ ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে জেতে ব্রিটিশরা। তার আগে কিউয়িদের বিরুদ্ধে ৪ ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে পিছিয়ে থেকেও ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিয়েছিলেন রুট, স্টোকসরা। ফলে বিশ্বকাপের মূলপর্বেও এই ছন্দ ধরে রাখতে চাইবে ইংল্যান্ড শিবির।

শক্তি:

দলের ব্যাটিং ও বোলিং বিভাগে ভারসাম্য রয়েছে। বিধ্বংসী ওপেনিং জুটি বেয়ারস্টো ও মালান। পাওয়ার প্লে-তে দ্রুত রান তুলতে ওস্তাদ দুজনেই। ২০১৯ বিশ্বকাপে বেয়ারস্টো দ্বিতীয় সর্বাধিক রান সংগ্রাহক ছিলেন। মিডল অর্ডারে বেন স্টোকসের অবসর ভেঙে ফিরে আসা একটা বাড়তি প্লাস পয়েন্ট ইংল্যান্ডএর জন্য। এছাড়াও রুট, লিভিংস্টোন রয়েছেন। লোয়ার অর্ডারে অধিনায়ক জস বাটলার নিজে। বাটলার তো ভয়ঙ্কর ব্যাটার। স্টোকস স্যাম কারান, ক্রিস ওকসের মত দুর্দান্ত অলরাউন্ডার রয়েছেন।

আর বোলিং বিভাগে ডেভিড উইলি, মার্ক উড, রিস টোপলে তিনজনই গতি দিয়ে দলকে সাহায্য করবেন।

দুর্বলতা:

তবে চিন্তার যেটা তা হল চোট সমস্যা এই দলের লেগেই রয়েছে। গত বিশ্বকাপে দলের সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়া জোফ্রা আর্চার ইনজুরির কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছেন। এছাড়া জেসন রয়ের মত প্লেয়ারকেও দলের বাইরে রাখা হয়েছে। গত বিশ্বকাপে নজর কাড়া বেয়ারস্টেও পিঠের চোটের জন্য ছিটকে গেছেন।

বিশ্বকাপ স্কোয়াড:

জনি বেয়ারস্টো, ডেভিড মালান, গাস আটকিনসন, হারি ব্রুক, স্যাম কারান, জস বাটলার (অধিনায়ক), লিয়াম লিভিংস্টোন, ডেভিড মালান, আদিল রশিদ, জো রুট, বেন স্টোকস, রুস টোপলে, ডেভিড উইলি, মার্ক উড, ক্রিস ওকস।

জাতীয় অনূর্ধ ১১ দাবায় জয় পেলো রাজ্যের ৩ দাবাড়ু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। জয়ে ফিরলো রাজ্যের তিন দাবাড়ু। অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত জাতীয় অনূর্ধ-১১ দাবা প্রতিযোগিতায়। ভাইজাকের রাজীব গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আসরে বুধবার সকালে ষষ্ঠ রাউন্ডের খেলা হয়। তাতে জয় পায় প্রাঞ্জল দেবনাথ, আরাধ্যা দাস এবং অঙ্কিতা সরকার। বালক বিভাগে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু প্রাঞ্জল (১২২৭) পরাজিত করে মহারাষ্ট্রের ছেদা বিভাজ (১০৯৫)কে। শাক্য সিনহা মোদক (১৩৫৪) হেরে যায় হরিয়ানার দাবাড়ুর বিরুদ্ধে। বালিকা বিভাগে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু আরাধ্যা দাস (১২২৪) পরাজিত করে তামিলনাড়ুর সানা জি (১০১৪) কে। এছাড়া রাজ্যের অপর দাবাড়ু অঙ্কিতা সরকার পরাজিত করে অন্ধ্রপ্রদেশের কন্নি লিতিকাকে। ৬ রাউন্ড শেষে প্রাঞ্জল, শাক্য এবং আরাধ্যার পয়েন্ট সাড়ে ৩। এবং অঙ্কিতার পয়েন্ট ২।

জাতীয় সাব জুনিয়র ফুটবলে শেষ ম্যাচে ৭ গোলে হেরে ফিরছে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। পরাজয় দিয়ে আসর শেষ করলো ত্রিপুরা। গোলরক্ষক অজয় সূত্রধরের দুর্বল গোল কিপিং এর খেসারত দিয়ে আসরের শেষ ম্যাচে বড় ব্যবধানে পরাজিত হলো ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরমে অনুষ্ঠিত জাতীয় সাবজুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতায়। বুধবার ওই রাজ্যের আর ডি টি ১ নং মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ৭-০ গোলে পরাজিত হয় ত্রিপুরা। বড় ব্যবধানে হারলেও প্রথমার্ধে তামিলনাড়ুকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলো ত্রিপুরা। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে অজয়ের ভুলে প্রথম গোল হজম করে ত্রিপুরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অজয়ের ভুলে পর পর আরও দুটি গোল হজম করে রাজ্যদল। আর তাতেই মনোবল ভেঙ্গে যায় ত্রিপুরার ফুটবলারদের। ওই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে তামিলনাড়ু বড় ব্যবধানে জয় পেয়ে যায়। খেলা শেষে হতাশ ত্রিপুরার কোচ টেলিফোনে বলেন, 'প্রথম ৩ ম্যাচে ভালো খেললেও এদিন চূড়ান্ত অফফর্মে ছিলো গোলরক্ষক অজয়। ওর দুর্বল পারফরম্যান্সেই বড় ব্যবধানে হারতে হলো দলকে'। আসরে ৪ ম্যাচ খেলে ২ টিতে জয় পেয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে তৃতীয় স্থান পেলো ত্রিপুরা। মাত্র ৪ দিনের অনুশীলনে জাতীয় আসরে দুটি ম্যাচ জয় পাওয়া সহজ ব্যবপার নয়। অনিমেষ মনে করেন, কম করে ১৫ দিন যদি অনুশীলন করানোর সুযোগ পেতাম তাহলে আরও ভালো ফলাফল করতো। সঠিক প্রশিক্ষণ পেলে ওদের থেকে বেশ কয়েকজন ফুটবলার আগামীদিনে তারকা হয়ে উঠার ক্ষমতা রাখবে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ ৮ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা আগামী ৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এনএসআরসিসি-র ওয়েট লিফটিং হলে ওইদিন সকাল আটটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের নবনিযুক্ত সচিব সুকান্ত ঘোষ। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরা পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পিনাকী দাস চৌধুরী, অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, উপ-অধিকতা তথা অলিম্পিয়ান পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, সম্মানিত অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ এবং ত্রিপুরা ওয়েট লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দুলাল কর্মকার প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। টুর্নামেন্টে সাব জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়র বালক-বালিকা উভয় বিভাগে প্রতিযোগিতা হবে। উল্লেখ্য এ প্রতিযোগিতাকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি টেকনিক্যাল কমিটিও গঠন করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বলরাম দাস সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এবার শিরোপা জয়ের স্বপ্নে বিভোর পাকিস্তান

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি.স.): কেটে গেল ৩১ বছর। আনপ্রেডিক্টেবল দল হিসেবে পরিচিত পাকিস্তান ১৯৯২ ইমরান খানের নেতৃত্বে শিরোপা জয়ের পর আর বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। এবার বাবরের পাকিস্তান শিরোপা জয়ের স্বপ্নে বিভোর।

তবে এই স্বপ্নের পেছনে একটা দুশ্চিন্তা কাজ করছে। তা হলো ব্যাটারদের অধারাবাহিকতা। এরপরও কিন্তু ৯২-এর চ্যাম্পিয়নরা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে চাইছে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতে এসে নিজেদের সেরাটা দিতে মুখিয়ে আছেন বাবর-রিজওয়ানরা। এখনও পর্যন্ত চারবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলেছে পাকিস্তান।

তাদের বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া বছর গুলির মধ্যে সবচেয়ে লজ্জাজনক—বিশ্বকাপ ছিল ২০০৭ সালের বিশ্বকাপ। সেই ওয়ানডে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছিল পাকিস্তান সবচেয়ে দুর্বল দল আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে। সেবার রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ড্রেসিংরুম। এমন কি শেষ দুই ওয়ানডের বৈশ্বিক আসরেও সেরা পাকিস্তানকে দেখা যায়নি।

তবে এবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের মাটিতে বাবর-রিজওয়ান- শাহিন শাহরা প্রত্যয়ী। পাকিস্তানের খুব ক্ষতি নাসিম শাহকে না পাওয়া। এশিয়া কাপে ইনজুরি শেষ করে দিয়েছে এই তরুণ পেসারের বিশ্বকাপ স্বপ্ন। তবে পেস ইউনিটে আছেন পাঁচ বোলার। বিশেষ করে বলতে হয় শাহিন শাহ আফ্রিদির কথা। যিনি নতুন বলে ব্যাটারদের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারেন।

আর ব্যাটিংএ আছেন নিউক্লিয়াস বাবর আজম। ওয়ানডের র‍্যাঙ্কিং সেরা এই পাকিস্তান অধিনায়ক বোলারদের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারেন। আর রিজওয়ান, ফখর, ইমাম-উল হকরাও জ্বলে উঠেন। এত কিছুর পরও তারা আনপ্রেডিক্টেবল! যেখানে হিসাবনিকাশ ওলট পালট হয়ে যায়।

এবার কি করবে পাকিস্তান। তা দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ ক্রিকেটপ্রেমী চেয়ে রয়েছেন। আগামী ৬ অক্টোবর হায়দরাবাদে নেদারল্যান্ডসের ম্যাচ দিয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপ পরিক্রমা শুরু করবে পাকিস্তান।

বিশ্বকাপের আগে আইসিসি সুপার ওভারের নিয়মে পরিবর্তন আনল

দুবাই, ৪ অক্টোবর (হি.স.): বিশ্বকাপ শুরুর আগে আইসিসি নতুন নিয়ম আনল। ম্যাচ টাই হলে সুপার ওভার। এরপর আবার টাই হলে কি হবে? এমন অবস্থার শিকার হয়েছিল গতবারের বিশ্বকাপের ফাইনালে নিউজিল্যান্ড। সেবার প্রথম সুপার ওভারের পর বাউন্ডারির হিসাবে ম্যাচটি জিতে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইংল্যান্ড। সেই নিয়ম এবার বিশ্বকাপে থাকছে না। বিশ্বকাপের আগে আইসিসি সুপার ওভারের নিয়মে পরিবর্তন আনল। ২০১৯ বিশ্বকাপে এই ধরনের নিয়ম ক্রিকেট বোদ্ধাদের ভালো লাগেনি। যে কারণে সেই নিয়ম বদলাতে বাধ্য হল আইসিসি। আইসিসি সুপার ওভারে যে পরিবর্তনটা এনেছে তা হচ্ছে, এবারের বিশ্বকাপে যদি সুপার ওভারে কোনো ম্যাচ গড়ায় এবং সেই ম্যাচ যদি টাই হয়, তবে আবারও সুপার ওভার অনুষ্ঠিত হবে।

যতক্ষণ না ম্যাচে কোনো ফলাফল না হয় ততক্ষণ সুপার ওভারে খেলা চলবে।

আবহাওয়া বা অন্য কোনো পরিস্থিতির কারণে কিছু ব্যাহত না হলে ম্যাচ চলতে থাকবে।

আর আগের মতোই ৩ ব্যাটার এবং এক বোলারকে নিয়ে সুপার হবে। গতবার ফাইনালে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেইন উইলিয়ামসন বলেছিলেন, 'আশা করি এরকম মুহূর্ত আর কখনও না আসে।' উইলিয়ামসনের দুঃখটা আইসিসি বুঝেছে!

PNIT No. : 21 /EE-VIAGT/PWD(R&B)/23-24 Dated 30 Sept. 2023

The Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:
Name of Work :- Maintenance of the road from Beltali to Nabadiganta via Chari para School,A.D.Nagar, Agartala under Badharghat Assembly constituency(L=1.89 km) /SH: Patch Soiling,Patch mettaling,
Recarpetting, Grouting & Drain etc. during year 2023-24
Estimated Cost : Rs. 49,86,215.95 , Bid Fee: Rs. 1,000.00
Last date & time for online Bidding: 20 Oct , 2023 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in '

ICA/C-2541/23

Er- M. Kapali
Executive Engineer
Agartala Division No V. PAD(R&B),
Agartala, West Tripura.

NIT NO: 'W/EE/RDAD/2023-24 Dt. 30/09/2023

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 20/10/2023 for 1(One) no work of 87.74 Crore named Construction of Market Complex at Chowmunibazar GP under Dukli RD Block. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-2535/23

Executive Engineer
RD Agaratala Division
Gurkhabasti, Agartala

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

জিবিপি হাসপাতালে এস-ওএসটি ও এআরটি প্লাস সেন্টারের সম্প্রসারণ

নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে সরকার প্রচেষ্টা নিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে সরকার প্রচেষ্টা নিয়েছে। নেশা কারবারের সাথে যুক্তদেরও কঠোর হাতে দমন করা হবে। নেশার বিরুদ্ধে সরকার জিরো টোলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। আজ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে এক অনুষ্ঠানে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে এস-ওএসটি সেন্টার এবং এআরটি প্লাস সেন্টারের সম্পসারণ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী নড়সিংগড়স্থিত মানসিক হাসপাতালের এফ-আইসিটি সেন্টারের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের জীবন অমূল্য। কিন্তু উচ্ছ'ঙ্খল ও অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের ফলে অনেকেই অকালে প্রাণ হারান। তাছাড়াও অনেকে মারণ রোগেরও শিকার হন। নেশার কুপ্রভাবে এইচআইভি-র মত মারণব্যাধিতে যুব সমাজ আক্রান্ত হচ্ছে। এই

নেশা থেকে দূরে থাকার একমাত্র উপায় স্বাস্থ্যকর ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও নেশাহীন জীবন ও নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্য নিয়ে দেশকে নেত'ত্ব দিচ্ছেন। রাজ্য সরকারও নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সিট গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে উত্তর-পূর্বা'লের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরায় সবচেয়ে বেশি নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধুমাত্র সরকারের একার প্রচেষ্টায় রাজ্যকে নেশামুক্ত করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন নাগরিকদের সচেতনতা। সবাইকে নেশার বিরুদ্ধে ও নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা হচ্ছে সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। রাজ্যের ৮ জেলায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হেরোইন সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটা থানাধীন ছৈলেংটা বাজার বুদ্ধ মন্দির এলাকায় গোপন খবরের ভিত্তিতে ১৩.৫৯ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ। সাথে এক নেশাকারবারীকে আটক করা হয়েছে।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই গোটা লংতরাইভ্যালী মহকুমা জুড়ে ড্রাগসের মত মারণ নেশার রমরমা বাণিজ্য চলছিল। নেশা কারবারিদের জালে তুলতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন লংতরাইভ্যালী মহকুমার এসডিপিও সোনোচরণ জমাতিয়া। গতকাল রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ছৈলেংটা থানাধীন তিলক পাড়ার বাসিন্দা ড্রাগস ব্যবসায়ীর ডিক্সন চাকমা(২৩) কে আটক করেছে পুলিশ। তাকে গ্রেফতার করে ছৈলেংটা থানা নিয়ে আসা হয়। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ অক্টোবর।। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে তৃষ্ণা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরির উদ্যোগে ২রা অক্টোবর থেকে ৮ ই অক্টোবর সপ্তাহ ব্যাপী নানা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

রাজনগর তৃষ্ণা অভয়ারন্য এলাকায়, বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে ২রা অক্টোবর বন্যাপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য এই কর্মসূচি। তৃষ্ণা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরির উদ্যোগে জে এফ এম সদস্য ও ইকো স্পেশালিস্ট কমিটির সদস্যদের নিয়ে সকাল সাতটায় একটি বাইক রেলি তৃষ্ণা অভয়ারন্যের জয়চাঁদপুর থেকে শুরু করে রাজনগর, রাধানগর, রাঙামুড়া, কাঠালিয়া, ভবানীপুর, নিদয়া, থলিবাড়ি, যশমুড়া, ভাতখলা বড়পাথড়ি হয়ে আবার জয়চাঁদ পুরে শেষ হয়।

এছাড়া গত মঙ্গলবার রাজনগর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের ওপর একটি সেমিনার আয়োজিত হয়, সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিপুল পাল,সহকারী বন্যপ্রাণী সংরক্ষক সুকান্ত সরকার সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও বন দপ্তরের কর্মীরা,আগামীকাল জে এফ এম সি ও ইকো ডেভেলপমেন্ট মেম্বারদের মধ্যে হবে চিত্তকর্ষক দড়ি টানা টানি প্রতিযোগিতা, ৮ ই অক্টোবর স্কুলের ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে সবাইকে নিয়ে বাটার ফ্লাই পার্কে বিতর্ক, কুইজ,বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হবে, এছাড়া আগামী কয়দিন বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে যে এফ এম সি ও ই ডি সি সদস্য দের মধ্যে নানা সচেতনতা মূলক নানা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।, আরো একটি খুশির খবর এবছর রাজ্য ভিত্তিক বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহ তৃষ্ণাতে হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে জানা যায়।

কৈলাশহর পুরপরিষদের কনফারেন্স হলে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। কৈলাশহর পুরপরিষদের কনফারেন্স হলে কৈলাশহর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আসন্ন দুর্গাপূজা লক্ষ্মীপূজা এবং কালীপূজা নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজকের এই বৈঠকে কৈলাসহর পুরপরিষদের অধীনে থাকা বিভিন্ন ক্লাব সামাজিক সংস্থার সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্টরা উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও আজকের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহরের মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার , অতিরিক্ত মহকুমা শাসক নবকুমার জমাতিয়া ,কৈলাশহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শিবু চন্দ্র দে, কৈলাশহর থানার ওসি সঞ্জীব লস্কর, ইরানি থানার সেকেন্ডোছি ডিসিএম মতি রঞ্জন দেববর্মা, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্যামল দাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন লাইন ডিপারমেন্টের কর্মীরা।

মূলত এই পূজা কে কেন্দ্র করে যাতে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং সুন্দর ভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে কিভাবে পূজা সম্পন্ন করা যায় সেই সব বিষয় নিয়ে আজকের এই বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

নাবালিকাকে বিয়ে করতে এসে আটক বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। নাবালিকা বিবাহ যেন কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না, আইন যত কঠোর হচ্ছে নাবালিকা বিবাহও যেন দিন দিন আইনের ফাঁক গলে ততই বাড়ছে।

গতকাল গভীর রাতে বিলোনিয়া শহরের আর্যকলোনি এলাকার তপন চক্রবর্তী নামে এক পুরোহিতের বাড়িতে ১৬ বর্ষীয়া নাবালিকার বিবাহ কার্য সম্পন্ন করে পুরোহিত তপন চক্রবর্তী, রাত প্রায় দুটো নাগাদ বিবাহ কার্য সম্পন্ন হলে বিলোনিয়া থানার পুলিশ এসে হানা দেয়। পুরোহিতের বাড়িতে এবং হাতেনাতে নাবালিকা সহ বর, বর যাত্রী এবং পুরোহিতকে ধরে ফেলে ,আজ ঘটনার খবর পেয়ে পুরোহিতের বাড়িতে এবং নাবালিকার বাড়িতে ছুটে গিয়েছেন।

বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের পক্ষে ডিসিএম সঞ্জয় শীল এবং চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ, তারা নাবালিকাকে শহরের বাঁশপাড়া কলোনি এলাকার মাসির বাড়ি থেকে উদ্ধার করে সখি ওয়ান স্টপ সেন্টারে নিয়ে আসে।

এছাড়াও পুরোহিত ও নাবালিকাকে বিয়ে করতে আসা বর পিন্টু পাল (৩৪) এবং নাবালিকার বাবাকে মহকুমা শাসকের অফিসে নিয়ে আসে।

,এই বিষয়ে মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক জানান নাবালিকা বিবাহ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ, যারা এতে সহযোগিতা করে তারাও সমান অপরাধে অপরাধী, এই ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তিনি জানান শহরের দক্ষিণ মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে পড়ে নাবালিকা, এই বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথেও যোগাযোগ করা হয়েছে জানা গেছে বিয়ে করতে আসা বর পিন্টু পালের বাড়ি লেফুঙ্গা থানাধীন লেম্বু ছড়া এলাকায়,সে একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে সিকিউরিটির কাজ করে এখন দেখার বিষয় আইনকে মান্যতা দিয়ে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়,নাকি আইন আইনের খাতায় থেকে যাবে এটাই এখন প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে, তবে সকলের দাবি নাবালিকা বিবাহ বন্ধ করতে হলে কয়েকটি দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

পঞ্চায়েত ও এডিসি ভিলেজ কাউন্সিলগুলোকে স্বচ্ছ প্রশাসনের ভিত্তিতে পুরস্কৃত করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। অরুন্ধুতিনগরের গ্রাম স্বরাজ ভবনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহার উপস্থিতিতে বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল গুলোকে কাজের নিরিখে অর্থাৎ স্বচ্ছ প্রসাশনের ভিত্তিতে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এতে কল্যাণপুর এর দক্ষিণ ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বিতীয় স্থান দখল করে পুরো খোয়াই জেলার মধ্যে। মঞ্চে দক্ষিণ ঘিলাতলী পঞ্চায়েত এর প্রধান জয়কুমার দাস এবং পঞ্চায়েত সচিব মকবুল মিয়ার হাতে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়েছে।এই অনুষ্ঠানে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের চিফ সেক্রেটারি সন্দীপ রাঠোর ছাড়াও পঞ্চায়েত দপ্তরের অন্যান্য অফিসার রা উপস্থিত ছিলেন। কল্যাণপুর থেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ এবং ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল প্রমুখ। প্রতিবেদককে কল্যাণপুর ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল জানান মোট নয় টি থিম এর উপরে মঙ্গলবার পুরস্কার দেওয়া হয়। এর মধ্যে স্বচ্ছ প্রশাসনের জন্য দক্ষিণ ঘিলাতলী পঞ্চায়েত জেলার মধ্যে দ্বিতীয় হয়।

সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে স্বাস্থ্য অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. সুপ্রিয় মল্লিক এবং পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডা. অ'ন দাস সম্পতি সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে করেন। সেখানে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান, ওষুধপত্রের যোগান ঠিক রাখা, ডেঙ্গ রোগ নির্ণয়ে কীট মজত রাখা, ইমার্জেন্সি পরিষেবা সঠিকভাবে প্রদান করা, হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সহ বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর করেন তারা। তকছাপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বিশেষ করে হাসপাতালের চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, স্বাস্থ্য পরিষেবা সঠিকভাবে প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়ে নজর দিতে তকছাপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসককে নির্দেশ দেন। এরপর সুকুমার বর্মণ প্রাথমিক হাসপাতালে বিশেষত ইমার্জেন্সি বিভাগকে পরিষ্কার রাখা, হাসপাতাল চত্বরে যানবাহন রাখার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বিষয়ে তারা পরামর্শ প্রদান করেন। এরপর তারা মেলাঘর মহকুমা হাসপাতালের নির্মাণ কাজ সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। হাসপাতালের বর্তমান প্রবেশ পথটি সঠিকভাবে সংস্কারের নির্দেশ দেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সুপ্রিয় মল্লিক। এরপর তৈবান্দাল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান এবং সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। ল্যাব টেকনেশিয়ান সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজ খতিয়ে দেখেন ও বিভিন্ন পরামর্শ দেন। মাইক্রোসা পাড়া প্রাথমিক হাসপাতালের বাউণ্ডারি ওয়াল নির্মাণ সম্পর্কে তারা খোঁজ খবর নেন। তারপর নিদয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কাঁঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন। স্বাস্থ্য অধিকর্তা ও পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। এছাড়াও ব'নগর সামাজিক স্বাস্থাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন তারা। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় বিধায়ক সুশান্ত দেব তাদের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উপর আলোচনা করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

চুরি করতে গিয়ে আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ অক্টোবর।। অমর দত্তের মুদি দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা চুরি করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা খেল এক যুবক, এরপরই জনতার রোষানলে পড়ে বেদম মার খেল যুবক, তারপর বেঁধে রাখা হয় বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে ঘটনাটি ঘটে আজ সকাল নয়টা নাগাদ বিলোনিয়া রাজীব কর্নার এলাকায়, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে জনতার রোষানল থেকে যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া থানায়, যুবকের বাড়ি উদয়পুর নাম দীপঙ্কর দেবনাথ ,জানা যায় দোকান মালিকের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ঢুকে পরে চোর দীপঙ্কর এরপর ক্যাশ বাক্স থেকে দশ হাজার টাকা চুরি করে বের হয়ে যাওয়ার সময় সন্দেহ হয় মুদি দোকানের মালিক অমর দত্তের ডাক দিতেই পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে দীপঙ্কর, দোকানের মালিক অমর দত্ত পিছু ধাওয়া করে ধরে ফেলে চোর দীপঙ্কর কে , এরপরই পাশ্ববর্তী দোকানদার সহ অন্যান্য লোকজন ছুটে আসে,শুরু হয়ে যায় মারধর, এর আগেও এই দীপঙ্কর বিলোনিয়া এক নং টিলা এলাকায় একটি স্বর্ন দোকান থেকে টাকা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে।

গ্রেফতার আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : বুধবার আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় সিংকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। একজন আপ নেতা গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। যদিও ইডির তরফে এখনও তা নিশ্চিত করা হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লি আবগারি দুর্নীতি মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।ইডি এর আগে দিল্লিতে সঞ্জয় সিংয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল। সূত্রের খবর, দিল্লির আবগারি নীতির সঙ্গে যুক্ত একটি আর্থিক তছরুপির মামলায় সঞ্জয় সিংকে এদিন জেরা করা হচ্ছিল।

এসসি কর্পোরেশনের দায়িত্ব নিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। ত্রিপুরা সিডিউল কাস্ট কর্পোরেশনের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন বিধায়ক পিনাকী দাস। এদিন অফিসকর্মীরা তাঁকে বরণ করে নিয়েছেন।

কাস্ট কর্পোরেশনের হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে বিধায়ক পিনাকী দাস বলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্যকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহা যে বিশ্বাস রেখে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন তা সঠিক ভাবে পালন করার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলের সমস্যার সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ অক্টোবর।। থেকে কদমতলার তেমাথা থেকে শুরু করে কদমতলা আরডি ব্লক পর্যন্ত ৮০০ মিটার জায়গার ডান এবং বাঁদিকে হাজার হাজার মানুষ পানীয় জলের থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য রাজ্য সরকারকে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান যে দীর্ঘদিন যাবত পড়ে থাকা পি ডব্লিউ ডি এর রাস্তাটি সংস্কারে হাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ৮০০ মিটার রাস্তা বানাতে গিয়ে হঠাৎ করে এক অক্টোবর থেকে জলের পাইপলাইন ডিডাব্লিউএস থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে। কোন ধরনের বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়াই পানীয় জলের পাইপলাইন কেটে দেওয়ায় বিশাল বিপত্তিতে পড়েছে রাস্তার দুই পাশের ব্যবসায়ীরা এবং বাসিন্দারা। এদিকে দক্ষিণ কদমতলার যে ডিপ টিউবলের ব্যবস্থাটি ছিল তা চার মাস ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে।

এই ডিপ টিউবলটিকে সংস্কার করে যদি পাইপলাইন কাটা হত তবুও মানুষের কিছুটা সুরাহা হতো। কিন্তু এইভাবে হঠাৎ করে পূজার প্রাক মুহূর্তে জলের পাইপলাইন কেটে দেওয়ায় মানুষের মধ্যে হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে যেভাবে ৮০০ মিটার রাস্তার কাজ চলছে তাতে কতদিন লাগবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। যদি তিনটি ধাপে রাস্তার কাজ করা হতো এবং জলের পাইপলাইন ধাপে ধাপে কাটা হতো তবুও সাধারণ মানুষ যে জলের হাহাকারে ভুগছে তার থেকে কিছুটা হলেও নিস্তার পেতো। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মুখ বন্ধ করে বসে আছে যদিও তারা সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত এবং সাধারণ মানুষের সুবিধা ও অসুবিধা বোঝার কর্তব্য তাদের। নিরুপায় কদমতলা বাসীদের পক্ষে প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আবদুল বাসিত চৌধুরী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার কাছে আবেদন জানিয়েছেন। যাতে পূজার প্রাক মুহূর্তে পানীয় জল নিয়ে যে দুরবস্থা সৃষ্টি হয়েছে কদমতলার ৮০০ মিটার এলাকার দুপাশের মানুষের মধ্যে তা নিরসনে তিনি যাতে এগিয়ে আসেন। কারণ কদমতলা বাসীরা বুঝে গেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া তাদেরকে এই অবর্ণনীয় পরিস্থিতির থেকে নিস্তার দেওয়ার আর কেউ নেই। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তারা মানবিক আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখেছেন।

মার্কফেডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অভিজিৎ দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। ত্রিপুরা সরকার কিছুদিন পূর্বে বেশ কিছু সংস্থার চেয়ারম্যান পদে রদবদল ঘটায়। আজ মার্কফেডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অভিজিৎ দেব। এদিন তিনিনপূর্ববর্তী চেয়ারম্যান কৃষ্ণধন দাস থেকে দায়িত্বভার বুঝে নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, অভিজিৎ দেব ২০২২ সালে টিআরটিসি'র চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন। এক বছর পর তাঁকে টিআরটিসি থেকে সরিয়ে মার্কফেটের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে।

এদওন মার্কফেডের দায়িত্ব নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিজিৎ দেব বলেন, ১৯৫৭ সালের ২৫শে মার্চ প্রত্যন্ত এলাকার উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করা নিয়ে কাজ শুরু করেছিল মার্কফেড। ৬৬ বছর ধরে কাজ করে এখন একটি উল্লেখযোগ্য সমবায় সমিতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে মার্কফেড। মারফেডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সমৃদ্ধশালী করার চেষ্টা করে যাবেন বলে জানান তিনি।

অভিষেকের স্ত্রী, বাবা-মাকে সমন, তোপ ফিরহাদের

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবর (হি. স.) : ধর্না কর্মসূচি সেরে কলকাতা ফেরার আগেই অভিষেকক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ৯ অক্টোবর সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে তাঁকে। একই সঙ্গে অভিষেক-পত্নী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তলব করেছে ইডি। তলব করা হয়েছে তাঁর মা-বাবাকেও। সেই নিয়ে নতুন করে পারদ চড়ছে রাজ্য রাজনীতির।

বুধবার সংবাদমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মন্ত্রী-মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আগে একটা কথা ছিল, জো ডর গয়া, ওহমর গয়া। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন এত ভয় পাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার? কারণ হচ্ছে, তৃণমূল যেভাবে বাংলায় ওদের পরাজিত করেছে, তাতে নাকানি চোবানি খেয়েছেন নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা। এত অপদস্থ বোধহয় আর কোথাও হতে হয়নি।'২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে ফিরহাদ আরও বলেন, '২০০ পার বলেছিলেন, পগার পার হয়ে গিয়েছে। এটাই রাগের মূল কারণ। এখন বাংলা যখন আইএনডিআই জোটে এগিয়ে যাচ্ছে, জোটের সমন্বয় কমিটির সদস্য করা হয়েছে অভিষেককে, তাতে ভয় পেয়েছে ওরা। ভাবছে এই বার্তা যদি গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে মোদি সাহেব ক্ষমতায় ফিরবেন না নিশ্চিত। সেই ভয়ে এখন মরণঝাঁপ। তাই অভিষেককে আটকাও।'প্রাথমিক দুর্নীতি মামলায় অভিষেকের বাবা-মাকেও তলব করেছে ইডি। আগামী সপ্তাহে তলব করা হয়েছে রুজিরাকেও। সেই নিয়ে ফিরহাদের বক্তব্য, 'একজনের বাড়ির লোকজনকে হেনস্থা করছেন আপনি। যারা বউকে, মাকে ধরে টানে, তাদের কাপুরুষ বলা হয়। সেই কাজটা এখন নরেন্দ্র মোদী সরকার করছে। এটাকে ধিক্কার জানাই। এমন প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেখে লজ্জাবোধ হচ্ছে।'

নিয়োগের দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। অতিসত্বর নিয়োগের দাবিতে আজ শিক্ষা দপ্তরে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন টেট উত্তীর্ণ চাকরি প্রত্যাশী যুবক যুবতীরা।

অভিযোগ, গত ৯ মাস আগে ২০২২ সালে টেট পরীক্ষায় হয়েছিল ।কিন্তু এখনো পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশও করছে না এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে না টিআরবিটি। কিন্তু টেট ১ ও টেট ২ মিলে প্রায় ৩৩ হাজার শূন্যপদ রয়েছে। তারপর ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে না টিআরবিটি। তাই অতিসত্বর নিয়োগের দাবিতে আজ শিক্ষা দপ্তরে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন তাঁরা। শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করা হবে।

জিবি বাজার পরিদর্শনে গেলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ অক্টোবর।। উচ্ছেদ অভিযানের পর আজ সকালে জিবি বাজার পরিদর্শনে গেলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এদিন মেয়র ব্যবসায়ীদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং ড্রেইন নির্মাণ কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, জিবি বাজারের রাস্তা প্রশস্ত করা এবং আগরতলা শহরকে যানজটমুক্ত করার জন্য নিগম উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত ,পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী বেআইনি দখলদারদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে আগরতলা পুর নিগম। গতকাল জি বি বাজারে রাস্তার দুইপাশে সরকারি জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে তোলা দোকানপাট ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে নিগম। আজ পরিদর্শনে গিয়ে আগরতলা মেয়র দীপক মজুমদার জানিয়েছেন, রাস্তার দুই পাশে সরকারি জায়গায় বেআইনিভাবে দোকানপাট গড়ে তোলা হয়েছে। বেআইনি দখলদারদের আগেই নির্মাণ ভেঙে ফেলার বা সরিয়ে নেওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার বলা হয়েছিল। কিন্তু অনেকেই তাতে কর্নপাত করেননি।

এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, বর্তমান সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাস্তার কাজ দ্রুত শুরু করার। তার জন্য শহরের ৪৮টি অস্থায়ী দোকান সহ পাঁকা দোকান উচ্ছেদ করা প্রয়োজন আছে বলে মনে করছে নিগম কর্তৃপক্ষ। সেই অনুযায়ী গতকাল থেকে শুরু হয়েছে জিবিবাজারে উচ্ছেদ অভিযান। আগামীকাল থেকে শুরু হবে বাজারে ড্রেইনের কাজ বলে জানান তিনি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।